এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ 'খাম' ইস্যুতে হাইকোর্টের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে নির্বাচন কমিশন
পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং প্রকাশ করলেন বুকলেট ৩

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৭ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১০৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.09.2026, Vol.20, Issue No. 106, 8 Pages, Price 3.00

বাংলায় লগ্নির ঘোষণা আদানির

২০৩৫ সালের মধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় শিল্প ও পরিকাঠামো খাতে ২০৩৫ সালের মধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের ঘোষণা করল আদানি গোষ্ঠী। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে ২,০০০ শয্যার 'আদানি আরোগ্য মন্দির'-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন সংস্থার চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। একই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আদানি গোষ্ঠীকে প্রস্তাবিত দাদনপাত্রবাড় গভীর সমুদ্রবন্দর এবং কল্যাণীর গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর প্রকল্পে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

গৌতম আদানি বলেন, বাংলা শুধু একটি বিনিয়োগের গন্তব্য নয়, আদানি গোষ্ঠীর কাছে এটি ভবিষ্যতের অন্যতম কর্মভূমি। তাঁর দাবি, বন্দর, লজিস্টিকস, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন, রাস্তা, সেতু, রোপওয়ে, গ্রিন সিমেন্ট এবং হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ২০৩৫ সালের মধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এই বিনিয়োগ কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

বৃহস্পতিবার এই প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে গৌতম আদানী বলেন, 'এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা ২০৩৫ সালের মধ্যে বন্দর, লজিস্টিক, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বণ্টন, রাস্তা, সেতু, রোপওয়ে, গ্রিন সিমেন্ট এবং হাইপার-স্কেল ডেটা সেন্টার-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলায় এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করার আশা করছি।'

রাজ্যকে গুজরাতের পরেই আদানি গোষ্ঠীর পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় 'কর্মভূমি' হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছার কথাও ব্যক্ত করেন শিল্পপতি। তাঁর বক্তব্য, পরিকাঠামো উন্নত হলে নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে। এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেন। তাঁকে 'প্রকৃত ভূমিপুত্র' বলে উল্লেখ করে আদানি বলেন, 'বাংলা এমন একটি মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার কেন্দ্রে রয়েছেন একজন নেতা, যাঁর উপর এই সম্ভাবনাগুলিকে প্রগতিতে পরিণত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তিনি শুভেন্দু অধিকারীজি।' বৃহস্পতিবার সকালে স্ত্রী প্রীতি আদানিকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন শিল্পপতি। পরে রাজ্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রশংসা করে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং সংস্কার, কুমারটুলি ঘাটের পুনরুজ্জীবন এবং বাঙালির দুর্গাপুজোকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগে তিনি পাশে থাকবেন বলেও জানান।

শুভেন্দুর নিশানায় পূর্বসূরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ টাউনে আদানি আরোগ্য মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে শিল্পায়ন ইস্যুতে পূর্ববর্তী সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, ৩৪ বছরের বাম শাসনে ভুল ট্রেড ইউনিয়ন নীতির জেরে ৫৪টি ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ১৫ বছরেও শিল্পে নতুন বিনিয়োগ আনার বদলে আগের সরকার 'ভাতা ও তোষণের রাজনীতি'তেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছে বর্তমান সরকার। তাঁর দাবি, শিল্প, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানই বাংলার অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার জন্য এটা ঐতিহাসিক দিন। দেশের কোথাও গরিবদের জন্য এমন ব্যবস্থা নেই।' তিনি আরও জানান, বাংলাকে পুর্নগঠনে ইচ্ছুক আদানি গোষ্ঠী।

চিন্তন বৈঠক মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা দেশের শেষ প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কি না, সেটাই সুনিশ্চিত করা লক্ষ্য সরকারের। আর তার মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। সে কারণেই দিল্লির 'সেবাতীর্থ'-এ আয়োজিত হয় মন্ত্রীদের চিন্তন বৈঠক। বৃহস্পতিবার এই বৈঠকে আরও একবার এই স্পষ্ট বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন্ত্রিসভার কাজের গতি বাড়ানো এবং ভবিষ্যতের প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরিই এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। বৈঠকে প্রত্যেক মন্ত্রীর নিজ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় কাজের পারফরম্যান্স পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, এই চিন্তন বৈঠকে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি নিয়েও এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির রূপায়ণে দীর্ঘসূত্রতা কমানো এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

'ভয়মুক্ত' বাংলায় প্রশংসিত 'ভূমিপুত্র'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। বৃহস্পতিবার নিউ টাউনে 'আদানি আরোগ্য মন্দির'-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলায় শিল্পের জন্য 'ভয়মুক্ত পরিবেশ' তৈরি হওয়ার দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে 'প্রকৃত ভূমিপুত্র' বলে উল্লেখ করে তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যের নতুন করে গড়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা বলেন আদানি।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে শিল্পপতির বক্তব্য, 'শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বাংলায় শিল্পের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে। উন্নতির এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে বাংলা। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে আপনিই প্রমাণ করেছেন যে আপনিই প্রকৃত ভূমিপুত্র। আপনার নেতৃত্বেই রাজ্য নতুন করে গড়ে উঠবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব নিয়ে গৌতম আদানির বক্তব্যের মূল সুর ছিল, শক্তিশালী পরিকাঠামোই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে নতুন সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে। তাই শিল্পপতির বক্তব্যে রাজ্যের শিল্প পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে বর্তমান সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ। তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রে ছিল বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং সেই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের সম্ভাবনা।

এদিন আদানি বলেন, 'বাংলা এমন একটি মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার কেন্দ্রে রয়েছেন একজন নেতা, যাঁর উপর এই সম্ভাবনাগুলিকে প্রগতিতে পরিণত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তিনি শুভেন্দু অধিকারীজি।' শিল্পপতির মতে, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও রাজ্যের সামনে নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর উপরই ন্যস্ত রয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিন বাংলাকে নিজের দ্বিতীয় কর্মভূমি হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন আদানি। তাঁর কথায়, 'বাংলা কেবল বিনিয়োগের গন্তব্য নয়, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আমি গড়তে, সেবা করতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে এর অংশ হতে চাই।' পাশাপাশি, রাজ্যের শিল্প পরিবেশ নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আদানি সরাসরি সেই পরিবেশের কৃতিত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাকে।

'আদানি আরোগ্য মন্দির'-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে শিল্পপতি গৌতম আদানি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

'পূর্ব ভারতের উত্থানের কেন্দ্রে থাকবে পশ্চিমবঙ্গ'

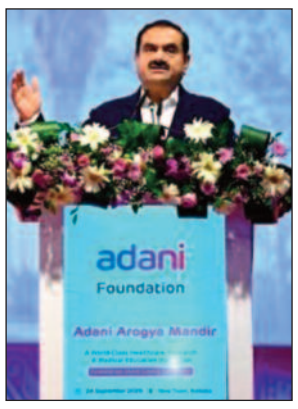

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ট্রিলিয়ন ডলার' অর্থনীতির স্বপ্ন বাস্তবায়নে পূর্ব ভারতের উত্থান অপরিহার্য। আর সেই উত্থানের কেন্দ্রে থাকবে পশ্চিমবঙ্গ। বৃহস্পতিবার কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-র ৯৮তম বার্ষিক অধিবেশনে এমনই মন্তব্য করলেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি।

আদানির বক্তব্য, গত কয়েক দশকে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ছিল দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল। কিন্তু আগামী এক ট্রিলিয়ন ডলারের প্রবৃদ্ধির জন্য পূর্ব ভারতের বিকাশ অনিবার্য। তাঁর কথায়, 'বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে পূর্ব ভারতকে এগিয়ে আসতেই হবে। আর সেই কারণেই বাংলার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।'

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো ভৌগোলিক সুবিধা দেশের আর কোনও রাজ্যের নেই। একদিকে ওডিশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের খনিজ ও শিল্পাঞ্চল, অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দ্রুত বর্ধনশীল বাজারের সঙ্গে সংযোগ; সব মিলিয়ে বাংলা একটি কৌশলগত অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তাঁর দাবি, এই সামুদ্রিক রুটের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ জিডিপি এবং ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেই আগামী এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে বন্দর, লজিস্টিকস, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন, রাস্তা, সেতু, রোপওয়ে, গ্রিন সিমেন্ট এবং হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনার কথা জানান আদানি। তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতের চাহিদার জন্য আগাম পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলেই বাংলা দেশের পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

বক্তৃতার শেষে গৌতম আদানি বলেন, 'বাংলাকে আমরা শুধু একটি বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে দেখি না। মুদ্রা যেমন পশ্চিমে আমার প্রথম কর্মভূমি ছিল, তেমনই পূর্বে বাংলাকে আমার দ্বিতীয় কর্মভূমি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।'

মিলন-মামলায় ডিভিশনে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে 'শোন অ্যারেস্ট' এবং নতুন মামলায় কড়া পদক্ষেপ না করার যে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ দিয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রায়ে অস্বস্তিতে পড়েছিল রাজ্য। সেই নির্দেশ খারিজের আবেদন জানিয়ে মামলা জরুরি ভিত্তিতে শোনার আর্জি জানানো হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম ও খেজুরি থানা এলাকার কয়েকটি পুরনো মামলাকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই পুলিশি সক্রিয়তা শুরু হয়। পুরনো একটি খুনের মামলায় মিলনবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কাঁথি মহকুমা আদালত তাঁকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এর পাশাপাশি আরও একটি খেজুরি থানার ২০০৭ সালের মামলায় পুলিশ তাঁকে নতুন করে 'শোন অ্যারেস্ট' দেখানোর আবেদন জানায়।

মিলন প্রধানের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, রাজ্য সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উপনির্বাচনের মুখেই ১৯ বছরের পুরনো মামলাগুলি নতুন করে সামনে আনছে, যাতে প্রার্থী প্রচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। শুনানির সময় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ কড়া অবস্থান নিয়ে পুলিশি পদক্ষেপের টাইমিং নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর বা দমনমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না এবং তাঁকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার বা 'শোন অ্যারেস্ট' কার্যকর করা চলবে না। এমনকি আদালত মন্তব্য করে, প্রার্থীকে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনে লড়াই করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

নভেম্বরের শেষেই পুরযুদ্ধ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: শরতের মেজাজ কাটতে না মিটতেই বঙ্গে ফের বাজতে চলেছে রাজনীতির অতিপরিচিত ভোট বাদ্যি। আলোর উৎসবের আমেজ মিটলেই যখন রাজনীতির মুখগুলি ফের বুথমুখী হবেন, তখন মূল লক্ষ্যটা যে পুরভোট, তা একপ্রকার নিশ্চিত। নবান্ন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ চড়তে পারে কলকাতা ও হাওড়া- সহ মোট সাতটি পুরসভার নির্বাচন। সরকারিভাবে এখনও চূড়ান্ত দিনক্ষণ প্রকাশিত না হলেও, প্রশাসনিক করিডোরে এখন থেকেই সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বাঙালির ক্যালেন্ডারে উৎসব শেষ হওয়া মানেই যেন একধরনের শূন্যতা। কিন্তু রাজ্য রাজনীতির চালচিত্রে সেই শূন্যতা পূরণে পুরোদমে তৈরি নির্বাচন কমিশন। দিনক্ষণের হিসেব কষে জানা যাচ্ছে, আগামী ২৭ বা ২৮ অক্টোবরের মধ্যেই জারি হয়ে যেতে পারে পুরভোটের বহুপ্রতীক্ষিত বিজ্ঞপ্তি। সেই লক্ষ্যেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে তড়িঘড়ি সব জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক সেরে ফেলছে কমিশন। সার্বিক নিরাপত্তার রূপরেখা এবং বুথ পুনর্গঠনের কাজ শেষ করার তোড়জোড়ও শুরু হয়েছে। কমিশনের প্রাথমিক ছক অনুযায়ী, ২৮ কিংবা ২৯ নভেম্বর হতে পারে ভোটগ্রহণ, আর ডিসেম্বরের ২ তারিখেই ইভিএম বন্দি ভাগ্যের ফয়সালা হবে ভোট গণনার মাধ্যমে। আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলার একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে কমিশন।

তবে কেবল কলকাতা কিংবা হাওড়াতেই এই লড়াই সীমাবদ্ধ থাকছে না। সমতল থেকে পাহাড়, এক লহমায় এই পুরযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে চলেছে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। কলকাতা, হাওড়া, বালি, হলদিয়া, ধূপগুড়ি, কালিম্পং এবং কার্শিয়াং, এই সাত পুর এলাকায় মোট ৬, ৩০১টি বুথে অনুষ্ঠিত হতে পারে পুরভোটের মহাযজ্ঞ। অন্যদিকে, যেসব পুরসভার মেয়াদ পূর্ণ হতে এখনও কিছুটা সময় বাকি, সেগুলিতে হয়তো আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ আলাদা দফায় নির্বাচন করানো হতে পারে।

পুরভোটের আগে রাজ্যে ৪০ হাজারের বেশি নতুন ইভিএম, জোরকদমে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন পুরভোটের প্রস্তুতিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ৪০ হাজারেরও বেশি নতুন ইভিএম ইউনিট পাঠানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় এই ইভিএম ইউনিট চাওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক ২১ হাজার ১৮৪টি ব্যালট ইউনিট এবং ১৯ হাজার ৫৬৪টি কন্ট্রোল ইউনিট রাজ্যে এসে পৌঁছেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

পুরভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা না হলেও প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে ইভিএম সংগ্রহের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এক কর্তার কথায়, ভোট পরিচালনার অন্যতম প্রধান শর্ত পর্যাপ্ত ইভিএমের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই মেশিনগুলি আনা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে পৌঁছনো সমস্ত ইভিএম নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সংরক্ষণ করা হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত প্রোটোকল মেনে প্রতিটি মেশিনের প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করা হবে। এরপর জেলার চাহিদা অনুযায়ী ইভিএম বণ্টন, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং ভোটগ্রহণের প্রস্তুতির কাজ শুরু হবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই বিপুল সংখ্যক ইভিএম হাতে পাওয়া পুরভোটের প্রস্তুতিকে অনেকটাই এগিয়ে দিল। কমিশনের লক্ষ্য, আগেভাগেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা।

এসএসকেএমে অনলাইনের নামে ভুয়ো ওপিডি টিকিট বিক্রি, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শীর্ষ চিকিৎসাকেন্দ্র এসএসকেএম হাসপাতালে ফের সক্রিয় দালালচক্র। এবার দূরদূরান্ত থেকে আসা অসহায় রোগীদের লক্ষ্য করে ওপিডির ভুয়ো টিকিট বিক্রির বড়সড় চক্রের পর্দাফাঁস করল ভবানীপুর থানার পুলিশ। টিকিট জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ দালালকেও।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে এই তিনজনের একজন হাসপাতালের বাইরে জেরক্সের দোকান চালাতেন, আর বাকি দু'জন ভেতরে ঘুরে ঘুরে শিকার ধরতেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ৩ জনের নাম আসাদ আলি (২১), মহম্মদ সাদিক (২৪) ও বিহিদ আহমেদ (৩৯)। এদের মধ্যে আসাদ ও সাদিক হাওড়ার বাসিন্দা। আর বিহিদ আহমদ হাসপাতালের ঠিক উল্টো দিকে জেরক্সের দোকান চালান। তদন্তে উঠে এসেছে, এসএসকেএমে লাইন এড়াতে অনলাইন ওপিডি টিকিট ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই ফাঁদ পাতা হয়েছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা রোগী কিংবা বয়স্ক মানুষ, যাঁরা স্মার্টফোন বা অনলাইন বুকিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্য নন, তাঁদের সহজ লক্ষ্য বানিয়েছিল এই চক্র।

তদন্তকারীরা জানান, আসাদ ও সাদিক হাসপাতালের ভেতরে ওপিডি চত্বরে ঘুরাঘুরি করত। অনলাইন টিকিট কাটতে সমস্যায় পড়া রোগীদের চিহ্নিত করে 'সহজে টিকিট বানিয়ে দেওয়ার' প্রলোভন দেখাত তারা। এরপর তাঁদের বুঝিয়ে নিয়ে যাওয়া হত বাইরে বিহিদের জেরক্স দোকানে। সেখানে কিছু টাকার বিনিময়ে কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করে রোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হত ভুয়ো অনলাইন টিকিট। এতদিন ধরে রোগীদের সঙ্গে এই প্রতারণা চলার পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল চক্রটি। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ভবানীপুর থানার পুলিশ এই ৩ জনকে পাকড়াও করে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এসএসকেএমে দালালচক্রের উপদ্রব অবশ্য নতুন নয়। এর আগে হাসপাতালে বেড পাইয়ে দেওয়া, দ্রুত ভর্তি কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতানোর একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। চলতি বছরেই এক রোগীর পরিজনকে ভর্তি করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল ভবানীপুর থানা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ওপিডির টিকিট নিয়ে নতুন কারবারের হদিশ মিলল। পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই চক্রের নেপথ্যে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা জানতে ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এআই-এর যুগে কর্পোরেট মূল্য নিয়ে নয়া ভাবনা

কলকাতা: এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত ব্যবসা এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে রূপান্তরিত করছে, তাই হিসাববিজ্ঞানকে অবশ্যই কর্পোরেট মূল্যের প্রচলিত পরিমাপের ঊর্ধ্বে উঠে উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা, বাজার উপলব্ধি, নৈতিকতা এবং মানবিক অবদানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে, বলে মন্তব্য করছেন ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন রিসার্চ ফাউন্ডেশন -এর সভাপতি এবং ইআইআইএলএম-কলকাতার চেয়ারম্যান ও পরিচালক অধ্যাপক (ড.) আর. পি. ব্যানার্জী।

অধ্যাপক ব্যানার্জী শনিবার কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। ভ্যালু অ্যান্ড ভ্যালুজ ইন দ্য কনটেকস্ট অফ দ্য চ্যালেঞ্জিং গ্লোবাল ইকোনমিক অর্ডার নিউ ইস্যুস বিফোর দ্য অ্যাকাউটিং অ্যাকাডেমিকস প্রফেশনালস শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি আলোচনা করেন যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের সঙ্গে হিসাববিজ্ঞান এবং কর্পোরেট মূল্যায়নকে কীভাবে সাড়া দিতে হবে।

সেমিনারটি তুরিয়ানন্দ হলে আইএএআরএফ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক এবং ইআইআইএলএম-কলকাতার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অধ্যাপক জিডি রায় স্মৃতি বক্তৃতা ও বার্ষিক সেমিনারের একটি অংশ ছিল। বার্ষিক সেমিনারটিতে সভাপতিত্ব করেন সিএমএ হরিজীবন ব্যানার্জী, পরিচালক, সেনবো লিমিটেড এবং প্রাক্তন সভাপতি, আইসিএআই।

তাঁর ভাষণে, অধ্যাপক ব্যানার্জী যুক্তি দেন যে একটি আধুনিক উদ্যোগের মূল্যকে আর শুধুমাত্র তার বাহ্যিক ও আর্থিক সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় না। যেহেতু ব্যবসাগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে আন্তঃসংযুক্ত এবং প্রযুক্তিনির্ভর বাজারে পরিচালিত হচ্ছে, তাই ব্র্যান্ডের ধারণা, উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা, মানবিক অবদান এবং নৈতিক মূল্যবোধের মতো বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সংসদীয় বিষয়ক বিভাগ ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার বেথুন কলেজে আয়োজিত যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭-এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী।

জঙ্গি আন্দোলন নয়, শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে: কল্যাণ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জঙ্গি আন্দোলন নয়। শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বৃহস্পতিবার খড়দায় ইলেকট্রো কাস্টিং লিমিটেড কারখানার শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক কল্যাণ চক্রবর্তী। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে মন্ত্রী বলেন, জঙ্গি আন্দোলনের জেরে দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে ব্যারাকপুর শিল্পক্ষেত্রকে শ্মশানে পরিণত করে দিয়েছে। একের পর এক কারখানায় তালা ঝুলেছে। তাই শিল্পক্ষেত্রে জঙ্গি আন্দোলন করা যাবে না। শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, শিল্পক্ষেত্রে তোলাবাজি করা যাবে না, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দপ্তরে গেল যাদবপুরের নথি

অশোক সেনগুপ্ত

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর প্রায় দেড় মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কিছু নথি দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার উপাচার্যের উদ্যোগে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে ইসি-র সংশ্লিষ্ট সব নথি উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। গত তিন বছরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের (ইসি) রেজুলেশন ও মিটিং মিনিটস চেয়ে পাঠিয়েছিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। অভিযোগ, সিপিএম-ঘনিষ্ঠ অধ্যাপকদের চাপের কারণে ওই নথি নির্ধারিত সময়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়নি।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসঙ্ঘর (এবিআরএস এম)-এর সম্পাদক অধ্যাপক ভাস্কর সর্দার বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, নথিগুলি প্রকাশ্যে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন নিয়োগ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে যাদবপুরে নিয়োগ, ভর্তি, গবেষণা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এবিভিপি এবং এবিআরএসএম-এর দাবি, সংশ্লিষ্ট নথিগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে জনসমক্ষে প্রকাশ করা জরুরি।

ভাস্করবাবু বলেন, একই সঙ্গে, ২০ জুন ২০২৬-এর ইসি-র ভিডিও রেকর্ডিংও আমরা উপাচার্যের কাছে চেয়েছি। এখনও পর্যন্ত সেই রেকর্ডিং আমাদের দেওয়া হয়নি। ভিডিওটি প্রকাশ করা হলে ওই সভায় কী ধরনের আচরণ ও চাপের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং কীভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, তা সরাসরি যাচাই করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে, সভায় কোনও সিপিএম-ঘনিষ্ঠ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপকরা ইসি সদস্যদের উপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করেছিলেন কি না, কিংবা কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করা হয়েছিল কি না; ভিডিও রেকর্ডিং প্রকাশ পেলেই তা স্পষ্টভাবে যাচাই করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় জনগণের অর্থ, অর্থাৎ করদাতাদের অর্থে পরিচালিত একটি জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই এর প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং আইনসম্মত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্রেফ 'অটোনমি'-র অজুহাত দেখিয়ে এই প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিকল্প নয়। নথি এবং ভিডিও রেকর্ডিং প্রকাশ করা হোক; তাহলেই জনগণ নিজেরাই প্রকৃত ঘটনা যাচাই করতে পারবেন।

কুমারটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল। ছবি- অদিতি সাহা

ধৃত নৈহাটির তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারীর সাত দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকদিন আগে প্রতারণা মামলায় নৈহাটি থানার পুলিশ নৈহাটির আইএনটিটিইউসির সভাপতি বিষ্ণু অধিকারীর স্ত্রী ঈশানি সরকার অধিকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই পলাতক ছিলেন তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারী। অবশেষে

পুলিশের জালে ওই তৃণমূল নেতা। মধ্যপ্রদেশের ইন্দর থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃত তৃণমূল নেতাকে বুধবার রাতে নৈহাটিতে আনা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মারধোর, ভয় দেখানো, সম্পত্তি দখল-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃত তৃণমূল নেতাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিন পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। বিষ্ণুর গ্রেপ্তারি নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, যারা অত্যাচার করেছে যারা কয়েক বছরের মধ্যে সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা উচিত। যারা বিজেপি কর্মীদের মারধোর করেছে, ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছে এবং বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করা দরকার। সুদীপ্তের দাবি, নৈহাটির এক মাথা সনৎ দে তো আগেই ধরা পড়েছে। যদিও বীজপুরের অত্যাচারী সুবোধ অধিকারী এবং কমল অধিকারী এখন ধরা পড়েনি। আশা করছি, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ওই দু'জনকে পাকড়াও করবে।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বীরভানপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বীরভানপুর নামো মাঠ এলাকা। শুধু রাস্তা কিংবা বাড়ির উঠোন নয়, একাধিক বাড়ির মেঝেতেও ঢুকে পড়েছে জল। রাতভর বৃষ্টির পর সকাল হতেই কার্যত দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। জলমগ্ন রাস্তায় যাতায়াতেও চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির ভিতরে জল ঢুকে পড়ায় আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভানপুর নামো মাঠ এলাকার পাশ দিয়ে একটি ক্যানেল চলে গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, টানা বৃষ্টির পর ক্যানেলের জল উপচে পড়ার পাশাপাশি এলাকার নিকাশি ব্যবস্থাও ঠিকমতো কাজ করছে না। ফলে জমা জল দ্রুত বেরোতে পারছে না। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে এলাকাটিতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এবারের জলমগ্নতার ঘটনা নতুন নয়। ২০০৯ সাল থেকেই বর্ষা এলেই একই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বছরের পর বছর ধরে জলমগ্নতার সমস্যা চললেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। একাধিকবার দুর্গাপুর নগর নিগম, স্থানীয় প্রশাসন এবং সেচ দপ্তরকে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে বলেও দাবি বাসিন্দাদের।

চালু হল 'সহজ পোর্টাল', সহজেই মিলবে পুজোর অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোয় পুজোকমিটিগুলোকে আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি না থাকলে পাওয়া যাবে না সরকারের ১ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য। যদিও এই অনুমতির জন্য এবার আর দপ্তরের দরজায় ছুটতে হবে না পুজো কমিটিগুলিকে। বৃহস্পতিবার থেকে চালু হল রাজ্য সরকারের 'সহজ' পোর্টাল। কলকাতা ও জেলার সমস্ত পুজো কমিটিকে এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, যে পুজো কমিটিগুলি প্রচলিত নয় বা পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপন পায় না, তাদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তবে সেই সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রশাসনিক অনুমতি থাকা বাধ্যতামূলক। অনুমতি না থাকলে সরকারি আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে না। এছাড়াও কমিটিগুলোর বিদ্যুতের বিল মকুবের ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদনের সময় প্রয়োজনীয় নথি পোর্টালে আপলোড করতে হবে। এই আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে প্রতিটি থানায় একজন করে নোডাল অফিসার রাখা হয়েছে। নথি যাচাইয়ের পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলিকে 'সহজ' পোর্টালে আবেদন করার পদ্ধতিতেও তাঁরা সহযোগিতা করবেন। ১ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের হায়তার জন্য মূলত সাত ধরনের নথি প্রয়োজন। পুজো কমিটির নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, ক্যান্সেলড চেক এবং কমিটির নামে থাকা প্যান কার্ড জমা দিতে হবে। এর সঙ্গে দিতে হবে আগের বছরের পুজোর প্রশাসনিক অনুমতি এবং গত বছরের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটের রশিদ। এ ছাড়া পুজো কমিটির পদাধিকারীদের তালিকাও জমা দিতে হবে। ওই তালিকায় তাঁদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর থাকতে হবে। প্রয়োজন হবে পদাধিকারীদের স্বাক্ষর-সহ আবেদনপত্রও।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'সহজ' পোর্টালের মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়ার পরেই পুজো কমিটিগুলি ঘোষিত আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবে। তাই অনুদান পেতে আগ্রহী কমিটিগুলির ক্ষেত্রে অনুমতির আবেদনই এবার প্রথম ধাপ বলেই বিবেচিত হচ্ছে।

রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য রবিবার বাতিল একাধিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য রবিবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বদলাচ্ছে একাধিক লোকাল ট্রেনের পরিষেবা। সোনারপুর ও বারুইপুরের মধ্যে ডাউন লাইনে ওভারহেড তারের কাজের জন্য শনিবার গভীর রাতে পাঁচ ঘণ্টার পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হবে। এর জেরে রবিবার একটি জোড়া লোকাল বাতিল থাকছে। আরও চার জোড়া লোকালের যাত্রাপথ বারুইপুর পর্যন্ত যাত্রা সীমিত করা হয়েছে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত পেরিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার রাত ১২টা ২৫ মিনিট থেকে ভোর ৫টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত কাজ চলবে। মোট ৩০০ মিনিটের পাওয়ার ব্লক থাকবে। এই সময় সোনারপুর-বারুইপুর অংশে ডাউন লাইনের ওভারহেড ইকুইপমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এর প্রভাব পড়বে রবিবারের ট্রেন পরিষেবায়। শিয়ালদহ, সোনারপুর ৩৪৪১১ আপ এবং ৩৪৪১২ ডাউন লোকাল বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি চার জোড়া লোকাল শিয়ালদহ পর্যন্ত যাবে না। ওই ট্রেনগুলির পরিষেবা বারুইপুরেই শেষ হবে এবং পরবর্তী যাত্রাও বারুইপুর থেকেই শুরু হবে।

যে ট্রেনগুলির যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ৩৪৮১১/৩৪৮১২ ডায়মন্ডহারবার, শিয়ালদহ, ডায়মন্ড হারবার লোকাল এবং ৩৪৮১৩/৩৪৮১৪ ডায়মন্ড হারবার,শিয়ালদহ,ডায়মন্ড হারবার লোকাল। এছাড়াও ৩৪৭১১/৩৪৭১২ লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদহ, লক্ষ্মীকান্তপুর এবং ৩৪৭১৩/৩৪৭১৪ লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদহ, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালের পরিষেবাও বারুইপুর পর্যন্ত সীমিত থাকবে। রেলের বক্তব্য, ট্রেন চলাচল আরও নিরাপদ রাখতে ওভারহেড সরঞ্জামের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই কাজ করা হচ্ছে। তাই রবিবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় যাতায়াতের পরিকল্পনা থাকলে যাত্রীদের আগে ট্রেনের পরিষেবা দেখে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I, BITHI BERA, D/o Late Binod Bera, Resident of 14, Bansdroni Gardens, P.O + P.S - Bansdroni, Kolkata -700070. Do hereby declares that I have changed my name from BITHI BERA to BITHI FOURNIER NEE BERA and henceforth I shall be known as BITHI FOURNIER NEE BERA in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public, at Kolkata CJM court on 18/09/2026. BITHI FOURNIER NEE BERA & BITHI BERA both are same & one identical person.

ক্রয়-বিক্রয়

আমি সীমা সরদার, স্বামী- শ্যামপ্রসাদ সরদার, চাকদহ লালপুরের বাসিন্দা। চাকদহ বি.ডি.ও. অফিসের খুব নিকটেই ১৫ নং কামালপুর মৌজায়, ৯১১ নং খতিয়ান ও ৪৫ নং দাগে ০৮ (আট) শতক জমি বিক্রি করতে চাই। এই মর্মে ০৯.০৯.২৬ তারিখে এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আদিবাসী ছাড়াও অন্য সাধারণ শ্রেণী (General Caste) জমি কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্ন প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন। সীমা সরদার, মোবাইল নম্বর- 9083828764

CHANGE OF NAME

I, Nilima Sethia, Wife of Mr. Rakesh Sethia, residing at 4, HO-CHI-MINH SARANI, Middleton Row, Kolkata, West Bengal, 700071, IN, do hereby declare that I have changed my name from Nilima Sethia to Nilima SSethia for all future purposes. Henceforth, I shall be known for my new name Nilima SSethia.

The same is Certified Via Affidavit No. AL 249373 dated 22.09.2026 sworn before Notary Public at Alipore Judge's Court, Kolkata - 700027. Both names belong to one and the same person.

নিখোঁজ সংবাদ

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার অন্তর্গত পোন্ডালী গ্রামের নিবাসী ***কার্তিক চন্দ্র ঠাকুরা*** (পিতা-মৃত আনন্দময় ঠাকুরা, পোস্ট অফিস-সোয়াই) বিগত ১৬ই মার্চ ২০১২ সাল হইতে নিখোঁজ রহিয়াছেন। এই বিষয়ে তৎকালে স্থানীয় বুদবুদ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি নথিভুক্ত করা হইয়াছিল।দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও আজ পর্যন্ত তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে তাহার স্ত্রী জীবিত আছেন এবং তাহার একজন পুত্র ও একজন কন্যা সন্তান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার অন্য কোনো আইনি দাবিদার বা উত্তরাধিকারী নাই।ভবিষ্যতে যেকোনো আইনি বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে এই ঘোষণাটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হইল। ***নিবেদক:*** পরিবারের পক্ষে স্ত্রী ও সন্তানগণ, গ্রাম: পোন্ডালী, পোস্ট অফিস: সোয়াই, থানা: বুদবুদ, জেলা: পূর্ব বর্ধমান।

নাম-পদবী

আমি Siddik Ali Sardar পিতা- Eyar Ali সাং- ফলদি, পোঃ ও থানা- দত্তপুকুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা গত 22/09/26 তারিখে বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল এফিডেভিট বলে Sl. No. 16321 আমি Siddik Ali Sardar & Abu Siddik Ali একই ব্যক্তি পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Shakila Bibi স্বামী- Siddik Ali Sardar সাং- ফলদি, পোঃ ও থানা- দত্তপুকুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা গত 22/09/26 তারিখে বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল এফিডেভিট বলে Sl. No. 16347 আমি Shakila Bibi & Sakila Bibi একই ব্যক্তি পরিচিত হইয়াছি।

MOUMITA DEY (ADVOCATE)
MIDNAPORE JUDGES COURT

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি, জ্যোৎস্না বারুই পিতা- ননীগোপাল বারুই, শিবনাথ শাস্ত্রী রোড, ডাকঘর-হরিণাভি, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৪৮-এর বাসিন্দা, এতদ্দারা ঘোষণা করছি যে আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ডিজিটাল রেশন কার্ডে আমার নাম সঠিকভাবে '**জ্যোৎস্না বারুই**' হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার পিএনবি পাসবুকে (অ্যাকাউন্ট নং ২১০৬০১০০২৫০৫৪) আমার প্রকৃত নাম '**জ্যোৎস্না বারুই**'-এর পরিবর্তে ভুলবশত '**জ্যোৎস্না সান্যাল বারুই**' হিসেবে নাম নথিভুক্ত হয়েছে। বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৫.০৯.২০২৬ তারিখে সম্পাদিত হলফনামা অনুযায়ী, '**জ্যোৎস্না সান্যাল বারুই**' এবং '**জ্যোৎস্না বারুই**' একই ব্যক্তি।

প্রবীর কুমার বেঁটে, পিতা- প্রফুল্ল কুমার বেঁটে, সাং- এগারা গ্রাম, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ 24 পরগণা। তিনি নিজ নামীয় দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানাধীন উদয়রামপুর মৌজার JL NO - 74, LR দাগ নং- 810, LR খতিয়ান নং- 2244 স্থিত 3.30 শতক জমি বিক্রয়ের জন্য রাহুল বাঙ্কা-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন (দলিল নং- IV-1613-00048/2020, তারিখ- 18.02.2020, বিষ্ণুপুর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস)। উক্ত আমমোক্তারনামা মূলে রাহুল বাঙ্কা সম্পূর্ণ জমিটি গ্রহীতা সৌরদীপ মন্ডল, পিতা- ভাস্কর কুমার মন্ডল, সাং- শংকর পারুলিয়া, পোঃ- ভাদুড়া -এর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন (বিক্রয় দলিল নং- I-1613-00292/2021, তারিখ- 19/01/2021)। বর্তমানে উক্ত জমির মিউটেশনের আবেদন করা হইয়াছে, যাহার কেস নং- MN/2026/1605/14193। এই আমমোক্তারনামা, ক্রয়কৃত দলিল বা মিউটেশনের বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর-2 ব্লক B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Change of Name

I, **SAMPA PODDAR** W/o Uttam Kumar Poddar, R/o-Subhaspally, Ward No.-19, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur(T), Dist.-Paschim Medinipur - 721301 hereby solemnly affirm and declare that in my son's (**ARKA PODDAR**) Birth Certificate no.- 17, Regn no.-1962, dated-19/08/21 issued by Kharagpur Municipality my name wrongly written as **SHAMPA PODDAR** instead of my actual/correct name with surname i.e. **SAMPA PODDAR** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no. -12083, Dated 21/09/2026. **SAMPA PODDAR** and **SHAMPA PODDAR** are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 24/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 22871 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Firoj Alam S/o. Mohammad Jamil Ahmad (old name), R/o. Urdibazar, Kuthirghat, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammad Firoj Alam S/o. Mohammad Jamil Ahmad নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Firoj Alam S/o. Md Jamil Ahmad (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Md Firoj Alam S/o. Md Jamil Ahmad & Mohammad Firoj Alam S/o. Mohammad Jamil Ahmad, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22801 নং এফিডেভিড বলে আমি, Aparna Chowdhury, D/o. Jugal Kishore Guin, W/o. Tapan Kumar Chowdhury ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার প্যান কার্ডে আমার পিতার সঠিক নাম Jugal Kishore Guin-এর পরিবর্তে Jugal Guin লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Jugal Kishore Guin ও Jugal Guin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 24/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 43 নং এফিডেভিট বলে আমি Golam Mokbule S/o. Golam Rasul ও Golam Mokbul S/o. G. Rosur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নোটীশ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির প্রতি

আমার মক্কেল **শ্রী নারায়ন সাঁতরা**, পিতা- মৃত বিনোদ বিহারী সাঁতরা, সাং-ফলাশপুর, পোঃ- মুন্ডমারী, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমার মক্কেলের স্ত্রী **শ্রীমতী মল্লিকা সাঁতরা**, বর্তমান বয়স আন্দাজ ৬০ বৎসর, জাতি হিন্দু, ভাষা- বাংলা, গায়ের রং-ফরসা, গত ইং ৩০.১১. ১৯৯৭ সাল হইতে ভোর বেলায় বাড়ী হইতে কাহাকেও না জানাইয়া অদ্যাবধি নিখোঁজ। উক্ত দিনেই **পিংলা থানায় ২৫নং জি ডি** করিয়া আমার মক্কেল বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করিয়া কোন প্রকার হদিশ পাই নাই। কোন সুহৃদ ব্যক্তি আমার মক্কেলের স্ত্রী **মল্লিকা সাঁতরার** সন্ধান বা খোঁজ পান তাহা হইলে আমার মক্কেলর এই **৮৯৭২২১৭৮১৮** মোবাইলে নম্বরে যোগাযোগ করিবেন বা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। ইতি- বিনীত

শ্রী স্বদেশ কুমার মন্ডল, এ্যাডভোকেট জজকোর্ট, মেদিনীপুর,পো: ও থানা - মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর। মোবাইল নং- ৯৭৩৫৩৭০২২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,

শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,

ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,

প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি

সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,

দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৭ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার

নিম্নচাপে ভাসছে বঙ্গ, আজও চলবে দুর্যোগ
কলকাতা-সহ ৯ জেলায় কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর শক্তি হারিয়ে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে ঘনীভূত গভীর নিম্নচাপ। তবে এখনই মুক্তি নেই দুর্যোগের হাত থেকে। আলিপুর হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই নিম্নচাপের জের ধরে আজ শুক্রবারও রাজ্যজুড়ে চলবে ভারী বৃষ্টি। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের ৯টি জেলায় জারি করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতা। অন্যদিকে শনি থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমলেও উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি থাকবে যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর প্রকাশিত বুলেটিনে জানানো হয়, ঘণ্টায় ৭ কিলোমিটার গতিতে স্থলভাগের উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে গভীর নিম্নচাপটি। সেই সময় এটি অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপটনম থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল। ওড়িশার কোরাপুট থেকে ৯০ কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে এবং রায়গড় থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে এর কেন্দ্রস্থল। সঙ্গে এও জানানো হয়, সিস্টেমটি ক্রমশ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও শক্তি হারাবে এবং সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে।

নিম্নচাপের প্রভাবে আজ শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ভারী (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী তিন জেলা; দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার (সর্বোচ্চ ৬০ কিমি) বেগে দমকা হাওয়ার সঙ্গে ভারী বর্ষণের আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া বইতে পারে। শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আর কোনো সতর্কবার্তা না থাকলেও আগামী বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি বজায় থাকবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া পরিস্থিতিও বেশ আশঙ্কাজনক। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা, কারণ সেখানে অতি ভারী (১১ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল থাকায় শুক্রবার পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের যাতায়াতের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। পশ্চিমবঙ্গ উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলবর্তী সাগরে বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

এদিকে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশের পাশাপাশি দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে। শহরের একাধিক এলাকায় সকাল পর্যন্ত ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি নথিভুক্ত হয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বাঁকুড়ার কংসাবতী ড্যাম এলাকায় ৯৫.৬ মিলিমিটার। এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়াতেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯৩ মিলিমিটার অতিক্রম করেছে।

পুজোর পাঁচদিন ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর
ডব্লিউবিটিসির বিশেষ পুজো পরিক্রমা
পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং প্রকাশ করলেন বুকলেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোয় কলকাতা ও শহরতলি এলাকার প্রতিমা দর্শন করাতে এই বছর বিশেষ পরিবহণ পরিষেবা চালু করছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম (ডব্লিউবিটিসি)। দুর্গাপুজোয় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার পুজো পরিক্রমার জন্য ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর বিশেষ পরিষেবা চালাবে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম (ডব্লিউবিটিসি)। নাগরিকদের পাশাপাশি কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আসা দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখেই এই পরিষেবার আয়োজন করা হচ্ছে বলেই রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ দিন নিয়মিত ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস, সিএনজি বাস, ট্রাম এবং জলপথেও পাওয়া যাবে বিশেষ 'পুজো পরিক্রমা' পরিষেবা। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী পুজো গন্তব্যগুলিকে এর আওতায় রাখা হয়েছে। কলকাতার বাইরেও চলবে বিশেষ পরিষেবা। বারাসাত, হাওড়া-সহ অন্যান্য এলাকা থেকেও নির্দিষ্ট পরিষেবা চালানো হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং পুজো পরিক্রমার বুকলেট প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউবিটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিষেক চৌরাসিয়া, যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রণবেশ মণ্ডল, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রদীপ মজুমদার-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা। এই বছরে পুজা পরিক্রমা প্রসঙ্গে ডব্লিউবিটিসি জানিয়েছে, পুজোর সময়ে রাস্তায় ভিড় ও যানবাহনের চাপের কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ পরিষেবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বাসের পাশাপাশি ট্রাম ও জলযানকেও পুজো পরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য বারাসাত, হাওড়া-সহ কয়েকটি এলাকা থেকেও বিশেষ পরিষেবা দেওয়া হবে। রাজ্য পরিবহণ নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামদায়ক যাতায়াতকে নিশ্চিত করাই এই পরিষেবার মূল উদ্দেশ্য। কয়েকটি পুজো পরিক্রমা পরিষেবায় যাত্রীদের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থাও করা হবে। এছাড়াও রাখা হচ্ছে অন্যান্য যাত্রী-সুবিধার ব্যবস্থাও। দুর্গাপুজোর সময় এই বিশেষ পরিষেবাগুলির রুট, সময়সূচি, ভাড়া এবং বুকিং সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ডব্লিউবিটিসির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট বুক করার সুযোগ থাকছে। ফলে পুজোর ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভর না করে পরিকল্পিতভাবে একাধিক পুজো ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন দর্শনার্থীরা। এবারের বিশেষ পুজো পরিক্রমা পরিষেবার বিস্তারিত তথ্য ডব্লিউবিটিসির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সেখান থেকে অনলাইন বুকিংও করা যাবে। রুট, পরিষেবার সময়সূচি এবং বুকিং সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট থেকে দর্শনার্থীরা পাবেন।

অভিষেকের আপ্তসহায়ক ও আই-প্যাক কর্তার সহযোগীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোটি টাকার তোলাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগে ফের বড়সড় অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় এবং ভোটকুশলী সংস্থা 'আই-প্যাক'-এর প্রধান প্রতীক জৈনের তৎকালীন আপ্তসহায়ক সৌম্যজিৎ সেনের বিরুদ্ধে এবার ৫০ লক্ষ টাকা তোলাবাজির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। বালি পরিবহণে প্রশাসনিক 'ছাড়পত্র' পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার জল গড়িয়েছে থানা থেকে আদালত পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই পুলিশ এই ঘটনায় এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অন্য একটি মামলায় ইতিমধ্যেই সিআইডি হেপাজতে থাকা সুমিত রায়কে এই নতুন মামলাতেও 'শোন অ্যারেস্ট' দেখিয়ে মেদিনীপুর আদালতে হাজির করায় পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গোটা ঘটনার সূত্রপাত বাঁকুড়ার জয়পুরের বাসিন্দা, পেশায় বালি ব্যবসায়ী নাদিয়া চৌধুরীর এক লিখিত অভিযোগকে কেন্দ্র করে। গত জুন মাসে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানায় সুনির্দিষ্ট

প্রতারণা ও হুমকি দেওয়ার নালিশ জানান। অভিযোগপত্রে নাদিয়া জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে ব্যবসায়িক সূত্রে প্রশান্ত দাস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রশান্তই প্রথম তাঁর কাছে ৫০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব দেন। জানানো হয়, এই টাকা দিলে প্রশাসনিক স্তরে বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে ট্রাকে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থাৎ ওভারলোড বালি নিয়ে যাওয়ার অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হবে। পাশাপাশি সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কীভাবে নির্বিঘ্নে বালি চালান করা যাবে, তার সম্পূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

ব্যবসায়ীর দাবি, শুরুতে তিনি এই প্রস্তাবে রাজি হননি। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যবসা গুটিয়ে দেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকি পেতে শুরু করেন তিনি। বাধ্য হয়েই এই চক্রের জালে পা দেন তিনি। অভিযোগপত্রে নাদিয়া উল্লেখ করেছেন, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রশান্ত তাঁকে ও তাঁর চার সহযোগীকে কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে নিয়ে যান। সেখানেই প্রথম মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় এবং আই-প্যাক কর্তার তৎকালীন সহযোগী সৌম্যজিৎ সেনের সঙ্গে। অভিযোগ, বৈঠকে সুমিত ও সৌম্যজিৎ আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'মাসে ৫০ লক্ষ টাকা করে দিলে যত খুশি ওভারলোড বালি চালান করুন, কোনও পুলিশ বা প্রশাসনিক আধিকারিক হাত দেবে না।' প্রভাবশালীদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে টাকা দেওয়া শুরু করেন ওই ব্যবসায়ী। তবে অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪-এর অগস্টে কলকাতার বুকে প্রশান্ত দাস এবং আশিক কাজি ইমাম নামে অপর এক সহযোগীর হাতে নগদ ৩০ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত আই-প্যাকের মূল কার্যালয়ে পৌঁছান ব্যবসায়ী। সেখানে সুমিতের উপস্থিতিতে প্রতীকের তৎকালীন আপ্তসহায়ক সৌম্যজিৎ সেনের হাতে সরাসরি নগদ ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

বাকি টাকা মেটানো হয় অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। আর এই টাকা পকেটে পুরতেই ভোল বদলায় অভিযুক্তদের। প্রতিশ্রুতি মতো মেলেনি কোনও ছাড়পত্র, উল্টে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ফোন করা হলে সাড়াও মেলেনি। বাধ্য হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন ওই ব্যবসায়ী। শালবনি থানা ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা যাচাইয়ের পর সুমিত রায়, সৌম্যজিৎ সেন, প্রশান্ত দাস এবং আশিক কাজি ইমামের বিরুদ্ধে প্রতারণা, তোলাবাজি ও জীবনহানির হুমকি দেওয়ার সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে।

তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান, এই চক্রের জাল কেবল এক ব্যবসায়ীতেই সীমাবদ্ধ নয়। ক্ষমতা ও পদের প্রভাব দেখিয়ে আর কতজন ব্যবসায়ীর থেকে এইভাবে বিপুল অর্থ তোলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে সুমিত রায়কে হেপাজতে নিয়ে এই চক্রের শিকড়ে পৌঁছতে চাইছে পুলিশ ও তদন্তকারী দল। এদিকে সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা।

কালীঘাটে সস্ত্রীক গৌতম আদানি, পুজো দিয়ে করলেন রাজ্য সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় পা রেখেই বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে গেলেন আদানী গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানী। স্ত্রী প্রীতি আদানীকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দিরে পুজো দেন তিনি। গর্ভগৃহে দেবীর দর্শনের পাশাপাশি আরতিতেও অংশ নেন শিল্পপতি। মন্দির থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় জানান, 'জয় মা কালী।'

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কালীঘাটে পৌঁছন আদানী দম্পতি। প্রায় আধ ঘণ্টা মন্দির চত্বরে ছিলেন তাঁরা। পুজো ও দর্শন সেরে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কোনও রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক মন্তব্য করেননি আদানী। শুধু কালীমাতার নামে জয়ধ্বনি দিয়েই পরবর্তী কর্মসূচির দিকে রওনা হন তিনি। কালীঘাটের এই সফরের পরেই অবশ্য শুরু হয় তাঁর ব্যস্ত ব্যবসায়িক কর্মসূচি। নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-২-তে এ দিন 'আদানী

আরোগ্য মন্দির'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও গৌতম আদানি। প্রস্তাবিত এই হাসপাতালটিতে থাকবে ২,০০০ শয্যা। তার মধ্যে ১, ০০০ শয্যা আর্থিক ভাবে দুর্বল মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রাখার কথা জানানো হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা এদিনের প্রাথমিক ঘোষণায় উঠে এসেছে।

তবে কালীঘাট থেকে নিউটাউন, এই সফরের দুই পর্বের মধ্যে যোগসূত্রও রয়েছে। এক দিকে বাংলার অন্যতম পরিচিত শক্তিপীঠে গিয়ে পুজো, অন্য দিকে রাজ্যে বড় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রকল্পের সূচনা। একই দিনে ধর্মীয় কর্মসূচি এবং শিল্প বিনিয়োগের কর্মসূচি ঘিরে আদানীর বাংলা সফর তাই আলাদা মাত্রা পেল।

বৃহস্পতিবার এই সফরে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গেও তিনি বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় নতুন শিল্প প্রকল্প, পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থান নিয়ে কথা হয়। আদানী গোষ্ঠী আগামী কয়েক বছর ধরে বাংলায় আরও বড় বিনিয়োগ করার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে।

কলকাতার এনআইএ দপ্তরে হাজিরা বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র কলকাতা কার্যালয়ে হাজির হলেন সুজাপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কালিয়াচক-১ ব্লকে বিক্ষোভ এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তাঁকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কালিয়াচক থানায় উপস্থিত না হলেও, বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়েই কলকাতার এনআইএ দপ্তরে পৌঁছে যান তৃণমূল বিধায়ক।

পুলিশ ও এনআইএ সূত্রে খবর, গত ২২ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে সাবিনা ইয়াসমিনকে ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় মালদার কালিয়াচক থানায় হাজির হতে বলা হয়েছিল। বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনআইএ-র একটি দল এবং কালিয়াচক থানার পুলিশ যাবতীয় প্রস্তুতিও সেরে রেখেছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও কালিয়াচক থানায় সাবিনার দেখা মেলেনি।

পরবর্তীকালে অনুপস্থিতির কারণ দর্শিয়ে সাবিনা জানান, তাঁর স্বামী মেহবুব আলম ওরফে নীলম গুরুতর অসুস্থ। গলব্লাডারের অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি বর্তমানে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। সেই কারণেই আচমকা মালদা যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে কালিয়াচকের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সংস্থা যদি তাঁকে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়, তবে তিনি অবশ্যই হাজির হবেন বলে জানান। বিধায়কের এই বার্তার পরেই এনআইএ-র তরফে সময় ও স্থান পরিবর্তন করা হয়। তাঁকে বৃহস্পতিবারই দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ এনআইএ-র কলকাতা অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময়েই সেখানে হাজিরা দেন সাবিনা ইয়াসমিন।

উল্লেখ্য, কালিয়াচক-১ ব্লকে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও জাতীয় সড়ক স্তব্ধ করার ঘটনাতেই এই সমন পাঠানো হয়েছিল।

দুর্গাপুজোয় চাঁদার জুলুম রুখতে পুলিশের টোল-ফ্রি ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই শহর ও শহরতলির পাড়ায় পাড়ায় তুঙ্গে উঠছে পুজোর প্রস্তুতি। মণ্ডপ নির্মাণ থেকে আলোকের সাজ, সর্বত্রই উৎসবের মেজাজ। কিন্তু প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর এই আবহেই সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে স্থানীয় কিছু ক্লাবের 'চাঁদার জুলুম'। তবে এবার সেই জুলুমবাজি রুখতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে লালবাজার। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে কলকাতা পুলিশের তরফে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শহরে কোথাও জোরজবরদস্তি চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠলেই যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার জন্য একটি ২৪ ঘণ্টার টোল-ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে। শুধু ফোন কলই নয়, দ্রুত অভিযোগ জানানোর সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও সক্রিয় করা হয়েছে। সাধারণ নাগরিকরা যে কোনও সময় টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে চাঁদার জুলুমবাজির ঘটনা সরাসরি পুলিশকে জানাতে পারবেন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে লালবাজার সূত্রের খবর।

অন্যদিকে, আগত শারদোৎসবকে আরও আকর্ষণীয় ও জমকালো করে তুলতে রাজ্য সরকারের তরফে একাধিক বর্ণাঢ্য পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এবার কলকাতার আকাশে আলোকোজ্জ্বল আবহে একসঙ্গে দেখা যাবে ৩,০০০টি ড্রোন। ড্রোনের আলোর বিন্দুর মেলবন্ধনে ফুট উঠে আসবে দেবীদুর্গার অবয়ব এবং ফুটিয়ে তোলা হবে দুর্গাপুজোর আবাহনের নানা মুহূর্ত। মহালয়া থেকে অষ্টমী, এই দিনগুলিতে তিলোত্তমার আকাশে এক মেগা ড্রোন শোর সাক্ষী থাকবেন দর্শনার্থীরা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পুজো নিয়ে এমন সব নানা পরিকল্পনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং।

তবে এই উৎসবের আনন্দ কেবল কলকাতা কেন্দ্রিক রাখছে না রাজ্য সরকার। সমগ্র রাজ্যজুড়েই এই আবাহন ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবী দুর্গার বন্দনার সঙ্গে বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটাতে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হচ্ছে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক সফর, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রিবিউট মা ট্যুর'। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, নন্দীগ্রাম, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর এবং বহরমপুর; এই পাঁচ অঞ্চলে দু'দিন করে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজিত হবে। সব মিলিয়ে, চাঁদামুক্ত পুজো সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সংস্কৃতি ও আধুনিক প্রযুক্তির মিশেলে এক অনন্য উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরির প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

'খাম' ইস্যুতে হাইকোর্টের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাত্র চার মাস আগে মূল নির্বাচনে লড়া পরিচিত 'খাম' প্রতীক উপনির্বাচনে হঠাৎ হাওয়া! নওশাদ সিদ্দিকীর দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট অর্থাৎ আইএসএফ-এর সেই চেনা চিহ্ন কেড়ে নিয়ে দিয়ে দেওয়া হল অন্য রাজনৈতিক দলকে। আর আইএসএফ-কে দেওয়া হল নতুন 'আলমারি' প্রতীক। নির্বাচন কমিশনের এই খেয়ালখুশি সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা নিয়ে এবার তুমুল ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, 'আপনারা সব সময় এমন সিদ্ধান্ত কেন নেন, যাতে বিতর্ক তৈরি হয়? যেন নির্বাচন শুরু হল, আর খেলাও শুরু হয়ে গেল।'

এদিকে আগামী ৬ অক্টোবর রাজ্যের দু'টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওই ভোটেই আইএসএফ-এর দীর্ঘদিনের চেনা 'খাম' চিহ্নটি বরাদ্দ করা হয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'-কে। অন্যদিকে আইএসএফ-এর জন্য কমিশন বরাদ্দ করেছে 'আলমারি' প্রতীক। কমিশনের এই আচরণের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে

হাইকোর্টে আইনি লড়াইয়ে নামে আইএসএফ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। ক্ষুব্ধ বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'চার মাস আগে একটি প্রতীক দিলেন, সেই দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। আর এখন উপনির্বাচনে সেই দলের প্রতীক কেড়ে নেওয়া হল কেন? সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, কেন ওই প্রতীক ফ্রিজ করে রাখলেন না? তালিকায় ১৮৩টি প্রতীক থাকা সত্ত্বেও কেন নির্বাচন শুরু হলেই কমিশন এমন সিদ্ধান্ত নেয় যে সব দলকে আদালতে ছুটে আসতে হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কমিশনকে সব ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে হবে।

এদিকে এদিন আদালতে আইএসএফ-এর পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি দাবি জানান, সাধারণ ভোটারদের বিভ্রান্তি এড়াতে কমিশনের উচিত ছিল 'খাম' প্রতীকটি ফ্রিজ করে রাখা। জবাবে কমিশনের আইনজীবী আইনি যুক্তি দিয়ে বলেন, খাতায়-কলমে আইএসএফ এখনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয়। ফলে তাদের নিজস্ব কোনও সংরক্ষিত প্রতীক থাকতে পারে না। ২০২১ সালের বিধানসভা ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'ফ্রি সিম্বল' হিসেবেই তাদের 'খাম' চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল। যদিও কমিশনের এই যুক্তিতে একেবারেই সন্তুষ্ট হয়নি হাইকোর্ট। বিচারপতি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'আপনাদের নিয়মে থাকতেই পারে, কিন্তু মূল নির্বাচনে প্রতীক দেওয়ার পর মাত্র কয়েক মাস পরের উপনির্বাচনে তা থাকবে না কেন? এটা তো নতুন কোনও নির্বাচন নয়!' শুধু তাই নয়, শুনানি চলাকালীন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'-এর ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত।

দার্জিলিংয়ে নামরিংয়ে পিএফ বকেয়ার ৮৩ লক্ষ টাকা জমা, বাকি ৩৮ লক্ষ এক মাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৮৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০৫ টাকা জমা দিল দার্জিলিঙের নামরিং চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের মোট বকেয়া অর্থের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৪৭ টাকা। বাকি ৩৮ লক্ষ ৩১ হাজার ১৪২ টাকা আগামী ২৫ অক্টোবরের মধ্যে জমা দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয় চা বাগান কর্তৃপক্ষ। নামরিং চা-বাগান সুরভি প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেডের অধীন। শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের পিএফ বকেয়া নিয়ে শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপের পরই নড়েচড়ে বসে বাগান কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নির্দেশে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে দপ্তর। এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। সূত্রের খবর, এরপর মোট বকেয়ার একটি বড় অংশ মেটানো হয়। ১ কোটি ২১ লক্ষের বেশি বকেয়ার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৮৩ লক্ষের বেশি টাকা জমা পড়েছে। বাকি টাকা এক মাসের মধ্যে মেটানোর কথা জানিয়ে লিখিত অঙ্গীকার দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শ্রমিকদের আইনসিদ্ধ পাওনা যাতে আর আটকে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখছে শ্রমদপ্তর। কর্তৃপক্ষের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে বাকি টাকা জমা পড়ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। শ্রমদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের মতো আইনসিদ্ধ পাওনা সময়মতো মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এই নজরদারি চলবে। নামরিংয়ের ক্ষেত্রে বকেয়ার একটি বড় অংশ ইতিমধ্যে জমা পড়লেও পুরো টাকা মেটানো না পর্যন্ত কড়া নজরদারি চালাবে শ্রম দপ্তর।

সম্পাদকীয়

দেদার জনস্বার্থ মামলায় এবার কোথাও একটা রাশ টানা দরকার

কথা নেই, বার্তা নেই, ঠুকে দেওয়া হল একটা জনস্বার্থ মামলা। কোর্ট তো খোলাই আছে, উকিলেরও অভাব নেই। তাহলে আর কী সমস্যা! করে দাও জনস্বার্থ মামলা। হলে ভালো, না হলেও তো কোনও সমস্যা নেই। মামলা খারিজ হলেও মিলবে সস্তা প্রচার! এভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে এই ‘রোগ’। যা প্রায় ‘মহামারি’-র আকার ধারণ করতে চলেছে। কলকাতা হাইকোর্টের তথ্য বলছে, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ৪৭৫টিরও বেশি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। গত বছর ৬০০-র বেশি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল শুধুমাত্র কলকাতা হাইকোর্টেই। তথ্যটা অবাক করার মতোই। একদিকে যখন গোটা দেশের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে হাইকোর্ট, সেখান থেকে সুপ্রিম কোর্ট মামলার পাহাড়ে জর্জরিত, সেখানে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই জনস্বার্থ মামলা। যে সব মামলার অধিকাংশেরই মেরিট খুব খারাপ বলছে সংশ্লিষ্টমহল। তবে অবশেষে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি এক জনস্বার্থ মামলায় কড়া অবস্থান নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মামলায় খোদ প্রধান বিচারপতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, পর্যাপ্ত তথ্য, প্রমাণ ছাড়া এভাবে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলে মামলাকারীর ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা করা হতে পারে। বাস্তবে জনস্বার্থ মামলা নিয়ে চরম বিরক্তি প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট ভাবে আর্থিক জরিমানার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। ওই মামলায় পেশ করা তথ্য ও নথি দেখে বিরক্তিও প্রকাশ করেছে আদালত। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জনস্বার্থ মামলা দায়েরের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। যে কোনও বিষয়কে খাঁড়া করে ইচ্ছে মতো এভাবে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা যায় না। পর্যাপ্ত তথ্য ছাড়া এই ধরনের মামলা দায়ের হলে জনস্বার্থ মামলার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। আদালত আরও বলেছে, এই ধরনের মামলা নিয়ে ভবিষ্যতে কঠোর অবস্থান নেওয়া হতে পারে। সেটা আর্থিক জরিমানাও হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেন প্রধান বিচারপতি। এখন দেখার আদালতের এই কড়া অবস্থানের পর ছবিটা কতটা বদলায় বা আদৌ বদলায় কিনা।

শব্দছক ২৭৮

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. মন্দলোক ৩. ব্যবস্থাপনা ৫. পরিধানের বস্ত্র ৬. পত্র ৭. নতুন জীবন ৯. আবাস ১০. দোল খাওয়ার উপকরণ ১২. যে অনুষ্ঠানে জগন্নাথদেব মাসীর বাড়ি যান ১৪. ক্রম অবলুপ্তি ১৫. অ-বক্র ১৭. দশ মাথার রাবণ ১৮. শক্তি

ওপর-নিচ: ১. দুগ্ধ ২. নয়মাত্রাযুক্ত রাবীন্দ্রিক তাল ৩. মুখ ৪. পুত্র সন্তান ৬. বাবর ও ইব্রাহিম লোধি যে স্থানে যুক্ত করেন ৮. অজানা ১১. বহুসংখ্যক লক্ষ ২২. উদর-পূর্তির উপকরণ ১৩. ভীতি সঞ্চার ১৬. ভাই

সমাধান ২৭৭ — পাশাপাশি: ১. পতন ৩. গড়িমসি ৬. তুরগ ৭. ধুলা ৮. রাবন ১০. নদ ১১. জবা ১৩. মতলব ১৫. হলাহল ১৭. সভা ২০. মালা ২১. অন্তর ২২. লতা ২৪. বাজেট ২৫. কাড়াকাড়ি ২৬. বিরহী

ওপর-নিচ: ১. পক্ষীরাজ ২. নতুন ৩. গগনতল ৪. মধু ৫. সিলাই ৯. বরাহ ১১. দল ১৩. মহলাবাড়ি ১৪. বসন্ত ১৬. লামা ১৮. ভারবাহী ১৯. পলকা ২১. অটবি ২৩. তাড়া

আজকের দিন

- **১৯৫৭** — মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্যরা ‘লিটল রক নাইন’-কে আরকানসাসের সেন্ট্রাল হাই স্কুলে নিয়ে যান; এটি ছিল আমেরিকার সরকারি স্কুলগুলোতে জাতিগত একত্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়।
- **১৯৮১** — স্যান্ড্রা ডে ও’কনর যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

জন্মদিন

১৯১৬ *আরএসএসের চিন্তক দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৩৯ *চলচ্চিত্রাভিনেতা ফিরোজ খানের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *ক্রিকেটার বিষেণ সিং বেদির জন্মদিন।*

দীনদয়াল উপাধ্যায়

মমতা-তৃণমূলের সামনে ২০৯-এর প্রশ্ন

দুই আসনেই ধাক্কা, পুরভোটে অঙ্ক কঠিন

কণাদ দাশগুপ্ত

দুটি উপনির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার পর একজন সরে গেলেন, আর একজন সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করে দলনেত্রীর হস্তক্ষেপে শেষ মুহূর্তে ফিরে এলেন। মমতা-তৃণমূলের সামনে এর চেয়ে বড় সাংগঠনিক প্রশ্ন আর কী হতে পারে? যে দলকে একটি বিধানসভা আসনে প্রার্থী ধরে রাখতে শেষ মুহূর্তে শীর্ষ নেতৃত্বকে নামতে হচ্ছে, সেই দল কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেবে কে, আর তাঁদের ধরে রাখবে কী ভাবে? নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন দু’টি ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলে সমস্যাটির গভীরতাই আড়াল হবে। বরং এই দুই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে;মমতা-তৃণমূলের দুর্বলতা এখন শুধু ভোটের অঙ্কে নয়, প্রার্থী ও সংগঠন ধরে রাখার জায়গাতেও প্রকাশ্যে আসছে।

নন্দীগ্রামে মমতা-শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। তাঁর সরে দাঁড়ানোর পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ নিজেদের প্রার্থী নিয়ে লড়াই করার জায়গা থেকে শেষ পর্যন্ত অন্য দলের প্রার্থীর পাশে দাঁড়াতে হয়েছে। সঞ্চিতার সিদ্ধান্তের নির্দিষ্ট কারণ তিনি প্রকাশ্যে জানাননি; ফলে তাঁকে ঘিরে নানা জল্পনা থাকলেও সেগুলিকে নিশ্চিত তথ্য হিসেবে দেখার অবকাশ নেই।

রেজিনগরের ঘটনাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। রবি-উল আলম চৌধুরী প্রথমে মনোনয়ন প্রত্যাহারের কথা জানান। নতুন প্রতীককে অল্প সময়ে ভোটারদের কাছে পরিচিত করা এবং কর্মীদের মাঠে রাখার সমস্যা নিয়ে তাঁর বক্তব্য সামনে আসে। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভোটে থাকছেন ঠিকই, কিন্তু প্রার্থীর এমন প্রকাশ্য দ্বিধা মমতা-তৃণমূলের স্থানীয় সংগঠন নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তৈরি করেছে।

সমস্যার পটভূমিটিও গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে মমতা-শিবিরকে নতুন নাম ও প্রতীক নিয়ে উপনির্বাচনে নামতে হচ্ছে। পুরনো নাম ও জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে আইনি লড়াইও চলছে। ফলে মমতা-শিবিরের সামনে এখন শুধু প্রার্থী খোঁজার সমস্যা নয়, নতুন পরিচয়কে দ্রুত ভোটার ও কর্মীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার সমস্যাও রয়েছে। তবে শুধু প্রতীক বদলকে দায়ী করলে আসল সমস্যাটি ধরা পড়বে না। প্রতীককে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় সংগঠন। নতুন প্রতীককে ভোটার চিনবেন কী ভাবে, প্রার্থীকে বুথে পৌঁছে দেবে কে, ভোটের দিন কর্মীদের সক্রিয় রাখবে কে; এই সব প্রশ্নের উত্তরও সংগঠনকেই দিতে হয়। রেজিনগরে প্রার্থীর বক্তব্যে যখন কর্মীদের মাঠে নামানো নিয়েই সংশয় প্রকাশ্যে আসে, তখন সেটি কেবল প্রতীকের সমস্যা থাকে না। সংগঠনের ভিত কতটা মজবুত, সেই প্রশ্নও সামনে আসে।

নন্দীগ্রামের ঘটনাও প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। একজন প্রার্থীকে ঘোষণা করার পরে তিনি সরে দাঁড়ালেন। তার পরে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে হল। একটি উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হলেও, একই ধরনের পরিস্থিতি যদি বড় আকারের পুরভোটে তৈরি হয়, তার ব্যবস্থাপনা অনেক কঠিন। কারণ কলকাতার পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে বেড়ে ২০৯ হয়েছে।

এখানেই ২০৯ ওয়ার্ডের অঙ্কটি মমতা-তৃণমূলের জন্য বড় পরীক্ষা। ২০৯টি নাম জোগাড় করলেই প্রার্থী দেওয়া হয় না। প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থানীয় মুখ, কর্মী, বুথ সংগঠন, ভোটার-যোগাযোগ এবং ভোটের দিন পর্যন্ত নির্বাচনী কাঠামো সচল রাখার ক্ষমতা প্রয়োজন। একটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ধরে রাখতেই যদি এমন টানাপড়েন প্রকাশ্যে আসে, ২০৯টি ওয়ার্ডের লড়াইয়ে সেই চাপ যে বহুগুণ বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার উপর তৃণমূলের সাংগঠনিক বিভাজন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এক দিকে মমতা-শিবির, অন্য দিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির, দুই পক্ষই কলকাতার পুরভোটকে নিজেদের সংগঠন প্রদর্শনের মঞ্চ হিসেবে দেখছে। ফলে মমতা-তৃণমূলের সামনে লড়াই শুধু অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নয়, নিজেদের পুরনো সংগঠন, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েও।

পুরভোটে তাই আসল পরীক্ষা হবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের দিন নয়। পরীক্ষা হবে তার পরে। যাঁদের নাম ঘোষণা করা হবে, তাঁরা শেষ পর্যন্ত থাকবেন কি না; যাঁরা থাকবেন, তাঁদের পাশে কর্মীরা থাকবেন কি না; আর কর্মীরা থাকলে তাঁদের নিয়ে বুথ থেকে ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত সংগঠনকে সচল রাখা যাবে কি না, প্রশ্নগুলি একের পর এক। ২০৯ ওয়ার্ডে প্রার্থী দেওয়া হয়তো সম্ভব। ২০৯টি নাম ঘোষণা করাও কঠিন নয়। কিন্তু নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের অভিজ্ঞতার পরে প্রশ্নটা অন্য জায়গায়, মমতা-তৃণমূল কি ২০৯ জন প্রার্থীকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে? তাঁদের পাশে ২০৯টি ওয়ার্ডে সংগঠন দাঁড় করাতে পারবে? আর ভোটের দিন পর্যন্ত সেই সংগঠনকে অটুট রাখতে পারবে? শেষ পর্যন্ত পুরভোটে সংখ্যার লড়াইয়ের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অথবা মমতা-তৃণমূলকে এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে।

মনুষ্য শরীরের উপাদান নক্ষত্রেরই উত্তরাধিকার

সুবীর পাল

ধরিত্রীর বুকে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় সবকিছু কেমন যেন নীরব নিথর হয়ে রয়েছে। সবকিছু থমকে আছে অনন্তকাল ধরে। অথচ এই নীরবতার আড়ালে চলছে তো চলছেই অবিরাম সৃষ্টি আর ধ্বংসের এক অফুরাণ মহাকাব্য। আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি, সেটি কোনও স্থির ক্যানভাস চিত্র নয়। বরং বহমান সময়ের ভেতর দিয়ে ছুটে চলা এক বিশাল উপাচার, যার সূচনা হয়েছিল প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে। আর সেই উপাদানের প্রতিটি খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে আছে এমন সব অকল্পনীয় বিস্ময়, যা আমাদের কল্পনার গণ্ডিকে ফুৎকারে টাটা বাই বাই জানিয়ে দেয় রহস্যময় অধরা গতি ও অসীম দূরত্বের গাঁটবন্ধনে।

মহাবিশ্বের জন্ম নিয়ে বর্তমানের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মান্যতার তত্ত্ব হলো, ‘বিগ ব্যাং’। নামটা শুনলে একটি বিশাল বিস্ফোরণের কথা মনে হলেও, এটি কোনও ফাঁপা জায়গার বিস্ফোরণ ছিল না। বরং স্থান ও সময় নিজেই এক অতিমাত্রায় ঘন ও উত্তপ্ত অবস্থা থেকে প্রসারিত হতে শুরু করেছিল বিস্ফোরণের ঘনঘটায়। সেই প্রথম ভগ্নাংশ সেকেন্ডে, যাকে বলে ‘প্ল্যাঙ্ক সময়’, সেই অতি ক্ষুদ্র মুহূর্তে পদার্থবিজ্ঞানের পরিচিত নিয়মগুলো প্রযোজ্য ছিল না সেখানে কোনও ভাবেই। মানুষের জানা সমস্ত তত্ত্ব সেখানে গিয়ে যেন অসাড় হয়ে যায়।

এরপর এক ক্ষণস্থায়ী কিন্তু নাটকীয় ঘটনা ঘটলো অদ্ভুত এক অজানা দস্তুরে, ‘কসমিক ইনফ্লেশন’। সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও ভগ্নাংশ সময়ে মহাবিশ্ব অতি দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল। এই ইনফ্লেশনই ব্যাখ্যা করে আজ আমরা মহাবিশ্বকে বৃহৎ স্কেলে এতো সমসত্ত্বের পরিমাপে দেখি। তবে পুরোপুরি সমান নয়, আদিম বিকিরণে আমরা তাপমাত্রার সূক্ষ্ম তারতম্য দেখি, মাত্র এক লক্ষের এক ভাগের মতো। সেই ক্ষুদ্র অনিয়মই পরবর্তীতে গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের বীজ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বিশাল কসমিক স্থাপত্যের সূচনা লুকিয়ে ছিল ওই অভাবনীয় ক্ষুদ্রতম তারতম্যে।

বিগ ব্যাংয়ের প্রথম কয়েক মাইক্রো সেকেন্ডে কোয়ার্ক ও গ্লুয়নের স্যুপ থেকে জন্ম নেয় প্রোটন ও নিউট্রন। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে প্রাইমোর্ডিয়াল নিউক্লিওসিন্থেসিস, যার মানে হলো, হালকা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও সামান্য লিথিয়ামের সৃষ্টি। তখনও কোনও নক্ষত্র নেই, কোনও গ্রহ নেই, শুধু মৌলিক উপাদানের বীজ তৈরি হয়েছে সবে মাত্র।

বিগ ব্যাংয়ের প্রায় ৩,৮০,০০০ বছর পরে তাপমাত্রা কমে এলে ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলিত হয়ে নিরপেক্ষ পরমাণু গঠন করে। আলোর কণা ফোটন তখন সবেমাত্র মুক্তভাবে চলতে শুরু করেছে। সেই প্রাচীন আলোর ক্ষীণ অনুরণন আজও আমরা শনাক্ত করি, কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড বিকিরণ হিসেবে। ১৯৬৫ সালে এই আদিম বিকিরণের আবিষ্কার বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত গ্রহণযোগ্যতা এনে দেয়। এটি যেন সেই অনিঃশেষ মহাবিশ্বের অতি শৈশবের ধূসর অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ, যেখানে ভবিষ্যতের সব গ্যালাক্সি সৃষ্টির পূর্বাভাস লুকিয়ে আছে তারই আপন অবাক করা গর্ভে।

এসবের মধ্যেই শুরু হয় ‘কসমিক ডার্ক এজ’। কয়েকশো মিলিয়ন বছর ধরে মহাবিশ্বে আলো নেই, শুধু মহাকর্ষের টানে পদার্থ ধীরে ধীরে জমাট বাঁধছে। অবশেষে জন্ম নেয় প্রথম প্রজন্মের নক্ষত্র, যাদের বলা হয় ‘পপুলেশন থ্রি স্টার’। এরা ছিল বিশাল ভর যুক্ত, অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং স্বল্পায়ু। তাদের কেন্দ্রের নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় কার্বন, অক্সিজেন, সিলিকন, লোহা। যেসব উপাদান ছাড়া পৃথিবীর জীবন সৃষ্টি কল্পনাই করা যায় না। যখন এই তারাগুলো সুপারনোভা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়, তখন সেই উপাদান ছড়িয়ে পড়ে মহাশূন্যে। নতুন নক্ষত্র ও গ্রহের জন্ম হয় সেই মহাজাগতিক ধূলিকণার ব্লক থেকে। এই অর্থে আমরা সবাই নক্ষত্রেরই সন্তান। আমাদের শরীরের লোহার যে অস্তিত্ব বিদ্যমান তা হয়তো কোনও এক মৃত নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছিল। মহাবিশ্বের ইতিহাস তাই কেবল বহির্বিশ্বের নয়, আমাদের জৈব শরীরের ভেতরেরও লুকিয়ে আছে পরম্পরার শৃঙ্খলে।

মহাবিশ্বে আজ যেটুকু বৃহৎ কাঠামো আমরা দেখি, সেটা কোনও এলোমেলো ছড়ানো অবিন্যাস ক্ষেত্রপট নয়। কোটি কোটি গ্যালাক্সি মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিশাল কসমিক ওয়েব, ডার্ক ম্যাটারের অদৃশ্য জালের ওপর ঝুলে থাকা আলোকিত দ্বীপপুঞ্জ। এই জালের কোথাও কোথাও রয়েছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার, আবার তাদেরও বৃহত্তর সমাবেশ, গ্যালাক্সি সুপারক্লাস্টার। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অবস্থান লানিয়াকেয়া সুপারক্লাস্টারের অংশে, যেটা আবার ধীরে ধীরে মহাকর্ষীয় টানে এগিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় অঞ্চল, গ্রেট এট্রাক্টরের দিকে। এটি কোনও একক বস্তু নয়। বরং বিশাল ভর সমৃদ্ধ এক অঞ্চল, যেটা তার আশেপাশের হাজার হাজার গ্যালাক্সিকে নিজের কেন্দ্রের গহ্বরের দিকে টানছে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি, এমনকি প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডাও সেই ধীর মহাকর্ষীয় স্রোতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে শুধু ছুটেই চলেছে এক দুর্নিবার অভিমুখে। এই অদৃশ্য টানের দিক নির্দেশনায় উপলব্ধি করা যায়, যেখানে সীমানাহীন মহাবিশ্বে এখনও এমন অনেক বৃহৎ পরিকাঠামো রয়েছে যেটা মনুষ্য ভাবনার মানচিত্রে পুরোপুরি আজও ধরাই পড়েনি।

আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির সংখ্যা দুই ট্রিলিয়নের কাছাকাছি হতে পারে। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে আবার একেকটি নিজস্ব জগৎ বাহার। তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, মিলন হয়, নতুন তারার জন্ম হয়, আবার তারার নাশও ঘটে। কোথাও কোথাও গ্যালাক্সির কেন্দ্রে জ্বলে ওঠে কোয়াসার। অতিভারী ব্ল্যাকহোলের চারপাশে ঘূর্ণায়মান উত্তপ্ত পদার্থের আলো, যেগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ গ্যালাক্সির আলোর চেয়েও উজ্জ্বল হতে পারে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকেও তাদের দীপ্তি আমাদের টেলিস্কোপে ধরা পড়ে কখনও কখনও। কোয়াসার যেন মহাবিশ্বের প্রাচীন বাতিঘর, যেন আমাদের দেখাতে চায়, দেখো দেখো অতীতের ব্ল্যাকহোলগুলো কতটা সক্রিয় ছিল।

ব্ল্যাকহোলের ধারণা প্রথম উদ্ভাবন হয় স্যার আইজাক আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে। যখন কোনও বিশালাকার নক্ষত্র নিজের মহাকর্ষে ধ্বসে পড়ে, তখন তৈরি হয় এমন এক অঞ্চল, যার ইভেন্ট হরাইজনের ভেতর থেকে আলোও বেরোতে পারে না। কিন্তু ব্ল্যাকহোল শুধু আলো গ্রাসকারী দানব নয়। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা অতিভারী ব্ল্যাকহোল প্রয়োজনে তারার জন্মের হারও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কখনও কখনও তার চারপাশে জমা হওয়া গ্যাস থেকে উৎপন্ন শক্তিশালী জেট হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত ছুটে যায়। এই সক্রিয় গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়াস অবস্থাতেই আমরা কোয়াসার দেখি, মহাবিশ্বের অন্যতম উজ্জ্বল বস্তু হিসেবে। তাছাড়া কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে, ব্ল্যাকহোল ধীরে ধীরে বিকিরণ করে শক্তি হারায়, যেটা ‘হকিং রেডিয়েশন’ নামে পরিচিত। এখানেই এসে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও মহাকর্ষের সংঘাত স্পষ্ট হয়। এই দুই তত্ত্বকে একত্রে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টাই আজকের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান গবেষণার প্রাণপন লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের নিরন্তর গবেষণার সবচেয়ে বিস্ময়কর হতাশাজনক তথ্য হলো মহাবিশ্বে আমরা যা দেখি বা জানি বা উপলব্ধি করি, সেটিই কিন্তু আদৌ সর্বস্ব নয়। আমাদের দৃশ্যমান পদার্থ এই মহাবিশ্বের মোট শক্তি ঘনত্বের মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ। আর প্রায় ২৭ শতাংশ ‘ডার্ক ম্যাটার’, যেটা আলো বিকিরণ করে না, শোষণও করে না, কিন্তু মহাকর্ষীয় প্রভাবে গ্যালাক্সির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। গ্যালাক্সির ঘূর্ণন রেখা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দৃশ্যমান পদার্থের ভর দিয়ে এই ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ব্যাখ্যার জন্য অতিরিক্ত এক অদৃশ্য ভরের উপস্থিতি প্রয়োজন, সেখান থেকেই এসেছে ডার্ক ম্যাটারের ধারণা।

এছাড়া রয়েছে প্রায় ৬৮ শতাংশ ডার্ক এনার্জি, যেটা মহাবিশ্বের প্রসারণকে ত্বরান্বিত করছে। ১৯৯৮ সালে দূরবর্তী টাইপ-ওয়ান-এ সুপারনোভা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই ত্বরিত প্রসারণের প্রমাণ মেলে। অর্থাৎ শুধু গ্যালাক্সি ক্লাস্টারই নয়, গোটা মহাবিশ্বই যেন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দ্রুত সরে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় সরে যাচ্ছে কে জানে। সেই স্তরে আজও মানুষের গবেষণা তো দূর অস্ত, কল্পনার বিচ্ছুরণও ছুঁতে পারে না। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শতকরা ৯৫ ভাগ পদার্থ, শক্তি, গতি ও সময় এখনও আমাদের অজানাই রয়ে গেছে। আমরা যেন সমুদ্রের ওপর ভাসমান এক ক্ষুদ্র নৌকা, যে সামুদ্রিক জলের গভীরতা সম্পর্কে সামান্যই জানি।

২০১৫ সালে লাইগো পর্যবেক্ষণাগার প্রথমবারের মতো শনাক্ত করতে সমর্থ্য হয় গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ বা মহাকর্ষ তরঙ্গ। যা স্থান ও কালের সূক্ষ্ম মিশ্রণ কম্পন। এটি ছিল প্রায় ১.৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে দুটি ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ থেকে সৃষ্ট তরঙ্গ। সেই সংঘর্ষে বেশ কয়েকটি সূর্যভরের সমান ভর মুহূর্তের মধ্যে প্রবল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই শক্তি স্থান ও কালের চাদরে যা কম্পন তুলেছিল, সেটা তরঙ্গের আকারে ছুটে এসে পৃথিবীতে পৌঁছায়। আইনস্টাইন ১৯১৬ সালেই সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে এই তরঙ্গের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি এতো ক্ষীণতর তরঙ্গ যা শনাক্ত করতে মানবজাতির এক শতাব্দীরও বেশি সময় লেগেছে।

গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আমাদের মহাবিশ্বকে দেখার নতুন জানালা খুলে দিয়েছে। এতদিন আমরা কেবল আলো অথবা রেডিও তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে নক্ষত্র, গ্যালাক্সি কিংবা কোয়াসারের তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম। এখন আমরা স্থান ও কালের স্পন্দনও মাপতে পারি। পরবর্তীতে নিউট্রন তারার সংঘর্ষ থেকেও এই মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত হয়েছে, যেটার মাধ্যমে ভারী মৌল তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আমাদের করায়ত্ব হয়েছে ইতিমধ্যেই। ভবিষ্যতে অতিরিক্ত সংবেদনশীল ডিটেক্টর এবং মহাকাশ ভিত্তিক মিশনের মাধ্যমে হয়তো আমরা মহাবিশ্বের আরও প্রাচীন কম্পন শনাক্ত করতে পারবো। সম্ভবত কসমিক ইনফ্লেশনের যুগের প্রতিধ্বনিও শোনা যাবে অদূর আগামীতে। তখন আমরা শুধু আলো নয়, মহাবিশ্বের নিজস্ব অনুরণন শুনে তার প্রকৃত ইতিহাসও পড়তে শিখবো।

আমাদের সূর্য একটি সাধারণ জি-টাইপ তারকা। তার চারপাশে ঘুরছে আটটি গ্রহ। পৃথিবী সূর্যের ‘হ্যাবিটেবল জোন’এ অবস্থিত, যেখানে তরল জল টিকে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সিতেই বিলিয়ন বিলিয়ন এক্সোপ্ল্যানেট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কেপলার ও টেস মিশন ইতিমধ্যে হাজার হাজার এক্সোপ্ল্যানেট বা বহির্গ্রহ শনাক্ত করেছে। তাদের মধ্যে কিছু পৃথিবীর আকারের, আবার রয়ে গেছে কিছু সুপার-আর্থ প্রকারের। মহাবিশ্বের গভীরে জ্বলতে থাকা কোয়াসার, গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের সংঘর্ষ, কিংবা গ্রেট এট্রাক্টরের অদৃশ্য টান, এই সব কিছুর মাঝেও এই পৃথিবীর বাসিন্দা নানান জীবন এক অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত গভীর বিস্ময় রূপেই বিদ্যমান।

বর্তমান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারণ ত্বরান্বিত ক্রমশঃ হচ্ছে তো হয়েই চলেছে। যদি ডার্ক এনার্জি একইভাবে এখানেও প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে ভবিষ্যতে গ্যালাক্সিগুলো এত দূরে সরে যাবে যে রাতের আকাশ একদিন প্রায় ফাঁকা হয়ে যেতে পারে। সুপারক্লাস্টারের বন্ধনও একসময় আলগা হয়ে যেতে পারে পাকাপাকি ভাবে। কোনও এক অজানা দূরবর্তী ভবিষ্যতে নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হবে, ব্ল্যাকহোলও একদা ক্ষয় হবে, কোয়াসারের আলোও নিভে যাবে একদিন। আমাদের পরিচিত মহাবিশ্ব হয়তো অনেক, অনেক, অনেক শীতল হবে, অন্ধকার অবস্থায় পৌঁছে যাবে। তাপের অভাবে মহাবিশ্বের যাবতীয় জীবনের মৃত্যু হবে। যার পরিণতির একটাই ব্যাখ্যা, তা হলো এই মহাবিশ্বে ‘হিট ডেথ’ও আবশ্যিক হয়ে উঠবে।

মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় তার আকারে পুরোপুরি নয়, এর সামগ্রিক অর্থবহতা গুটিয়ে আছে তার ইতিহাসে। একইসঙ্গে তার অন্ধকারের শুধুমাত্র ব্যাপ্তিতে নয়, তার বিশালতার প্রশ্নে। কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের সূক্ষ্ম তরঙ্গ থেকে গ্রেট এট্রাক্টরের অদৃশ্য টান, কোয়াসারের অগ্নিদীপ্ত হৃদয় থেকে ডার্ক এনার্জির নীরব ত্বরণ, সব মিলিয়ে মহাবিশ্ব এক চলমান রহস্যের এক অফুরন্ত ঝাঁপিতে পরিণত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই আমরা এই বিস্তীর্ণ কসমিক মঞ্চে ক্ষুদ্র এক পার্শ্ব চরিত্র মাত্র, তবে আমাদের বোধশক্তি অসাধারণ, এটা মানতেই হবে। আমাদের শরীরের প্রতিটি পরমাণু প্রাচীন নক্ষত্রের উত্তরাধিকার বহন করছে অবধারিত ভাবে। আমাদের মস্তিষ্কে জন্ম নেওয়া প্রতিটি প্রশ্নও তাই মহাবিশ্বেরই প্রতিধ্বনি।

রাতের আকাশে তাকালে তাই আমরা কেবল তারা দেখি না, দেখি আমাদের অতীতের আদিম উৎস, আমাদের অসীমতার অজ্ঞেয় ভবিষ্যৎ, আর এক অশেষ উৎসাহের অনুসন্ধানের গবেষণা পথ। মহাবিশ্বের মহাভারত তাই এখনও শেষ হয়নি। সবে তো শুরু।

আমরা কেবল এর অ, আ, ই, ঈ স্বরবর্ণ রপ্ত করার চেষ্টা করছি মাত্র। আগামীর কত অজানা অধ্যায় যে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, এই কল্পনার আগাম আলপনাই আজ আমাদের কাছে তাই মহাবিশ্বের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় অপেক্ষয়মান বিস্ময়।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

কাউকে নকল করে বড় হওয়া যায় না। প্রত্যেকেই বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র সমস্যা। সবার প্রশ্ন আলাদা হওয়ায় অন্যকে নকল করা মানেই নিশ্চিত উত্তর ভুল করা।

কোট-আনকোট

তৎকালীন ডিসি নর্থ চলে যাওয়ার পর আত্মীয়দের সামনেই অভয়ার বাবাকে টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দেন নির্মল ঘোষ। একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়।

রত্না দেবনাথ (অভয়ার মা), বিজেপি বিধায়ক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পশ্চিম বর্ধমানে বৈধ বালিঘাট বৃদ্ধির পরিকল্পনা জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: অবশেষে বালি জট কাটতে চলেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দপ্তরে সরকারি আধিকারিক, বিধায়ক ও বালিরঘাট মালিকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বৈধ বালির ঘাটগুলিকে অবিলম্বে চালু করা হবে। শুধু তাই নয় ট্রাকটার পিছু বালির দাম ১২০০ টাকার বেশি নিতে পারবে না ঘাট মালিকরা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর থেকে অধিক মূল্য কোনও বালিঘাট মালিক নিতে পারবেন না বলে প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দিনের বৈঠকে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের ভিডিও, এসডিও-সহ উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ ঘড়ুই ও চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলাশাসক এস পোন্নবলাম বলেন, 'বালির মূল্যবৃদ্ধির রাশ টানতে ও বালির চাহিদা মেটাতে সরকারি আধিকারিক জনপ্রতিনিধি ও বালিরঘাটের লিজ হোল্ডারদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হলো। এই বৈঠকে একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল বালির মূল্য নির্ধারণ, বর্তমানে লিজ দেওয়া বালি ঘাটগুলিকে স্বাভাবিক করা।' তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান ১৫টা বালিরঘাট আছে। আরও ১২টার মতো বালিরঘাট বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে। বালির স্টক পয়েন্ট নিয়ে একাধিক প্রস্তাবের বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকারি নির্দেশ মত লিজ হোল্ডাররা ঘাট চালাচ্ছেন কিনা তা দেখার জন্য সরকারি আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি বালিঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে।' আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যা বলেন, 'অস্বাভাবিকভাবে বালির দাম বেড়ে যাওয়ায় নির্মাণ শিল্প একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি সরকারি প্রকল্পের কাজেও ব্যাঘাত ঘটছিল, তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজকের এই বৈঠক।' এবং তিনি লিজ হোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সরকারি নিয়ম না মেনে যদি কেউ ব্যবসা করে তাহলে তার লিজ বাতিল করা হবে।' বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষের ভোটে জিতে এসে আমাদের এই সরকার গঠন হয়েছে। সেখানে অন্যায় ভাবে কোনো কারবার বরদাস্ত করা হবে না। তাই সরকার বালিরঘাট থেকে সংগ্রহ করা প্রতি ট্রাক্টার বালির মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এবং ট্রাক্টার কিছু বালিশ নির্ধারিত মূল্যের বেশি টাকা কেউ নিলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।' উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে বালির কারণে নির্মাণ শিল্পের অচলাবস্থার পর, আশার আলো দেখছেন এই শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা।

আজ বর্ধমানের পুলিশ লাইনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ২৫ সেপ্টেম্বর, আজ বর্ধমানের পুলিশ লাইনে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আসীন হবার পর তাঁর বর্ধমান সফর এই প্রথম। জানা গেছে, এই প্রশাসনিক সভায় পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। থাকতে পারেন আরও দু-একটি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানের শহর লাগোয়া ক্যামরি মাঠে নামবেন। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রীর বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ারও কথা আছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনিক সভায় উপভোক্তাদের সুবিধা প্রদান করবেন তিনি। কৃষি, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণাও করতে পারেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি পৃথক ভাবে স্বাস্থ্য ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে রীতিমত সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে প্রশাসনিক মহলে। জানা গিয়েছে, পুলিশ লাইন মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর এই সভায় উপভোক্তা-সহ অতিথিদের সকাল ১০টার মধ্যেই সভাস্থলে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্তমানে বৃষ্টিজনিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সভাস্থলের প্রস্তুতি তৈরী করা হচ্ছে। অন্যদিকে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পুলিশ লাইন মাঠে সভামঞ্চ তৈরির কাজের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী যে পথ ধরে যাবেন, সেই পথের ডিভাইডারে পড়ছে নতুন রংয়ের প্রলেপ। খানাখন্দ বুজিয়ে রাস্তায় পড়ছে পিচের নতুন প্রলেপ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে দফায় দফায় বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির হেলিপ্যাড ও পুলিশ লাইন পরিদর্শন করেছেন জেলা পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মঙ্গলবার ডিআইজি হরি পাণ্ডে সর্বমঙ্গলা মন্দির-সহ মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল খতিয়ে দেখেন। সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির-সহ হেলিপ্যাড চত্বর। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় বোম স্কোয়ার্ডের আধিকারিকরা হেলিপ্যাড স্থল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সভাস্থলে প্রায় ৮ হাজার জমায়েত হতে পারে ধরে নিয়ে প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে। তবে বলা যায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে।

ঝড়ের তাণ্ডবে উড়ে গেল অঙ্গনওয়াড়ির চাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবে উড়ে গেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চাল। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নসরতপুর পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোয়ালপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়ের দাপটে আচমকাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চাল উড়ে যায়। ফলে সমস্যায় পড়েন কেন্দ্রের কর্মী ও পড়ুয়ারা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন এলাকার বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তাপস মণ্ডল। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আপৎকালীনভাবে কেন্দ্রটি ঢেকে রাখার জন্য ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়। চাল উড়ে যাওয়ার পর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দ্রুত স্থায়ীভাবে চাল মেরামত করে কেন্দ্রটি ব্যবহারের উপযোগী করার দাবি উঠেছে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে। ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি কবে সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা হবে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী।

বিদ্যাধরীর ঢেউয়ে নৌকো বাইচে বিপত্তি

জলে হাবুডুবু ২০ প্রতিযোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নৌকো বাইচ দেখতে গিয়ে তখন উত্তেজনায় টানটান পরিবেশ। নদীর বুক চিরে ছুটছিল নৌকো, প্রতিযোগীদের লক্ষ্য একটাই, সবার আগে গন্তব্যে পৌঁছনো। কিন্তু আচমকাই যেন বদলে গেল খেলার নিয়ম! বিদ্যাধরী নদীর মাঝখানেই উল্টে গেল একটি নৌকা। আর মুহূর্তের মধ্যে নৌকার বদলে জলে 'সাঁতার' কাটতে দেখা গেল প্রায় ২০ জন প্রতিযোগীকে! ঘটনাটি সন্দেশখালির কানমারি এলাকার বিদ্যাধরী নদীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে আয়োজন করা হয়েছিল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগিতা চলাকালীন আচমকাই নদীতে ঢেউ বাড়তে শুরু করে। ঢেউয়ের ধাক্কায় একটি নৌকায় জল ঢুকে যায়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আগেই ভারসাম্য হারিয়ে মাঝনদীতে উল্টে যায় নৌকাটি। এরপরই শুরু 'বাইচ' থেকে বাঁচার লড়াই। একসঙ্গে প্রায় ২০ জন প্রতিযোগী জলে পড়ে যাওয়ায় নদীর পাড়ে তৈরি হয় চরম আতঙ্ক। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গোটা পরিস্থিতি কার্যত হইচইয়ে পরিণত হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ এবং বিজেপি কর্মীরা। লঞ্চ নিয়ে মাঝনদীতে গিয়ে শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। একে একে জলে পড়ে যাওয়া প্রতিযোগীদের উদ্ধার করে নিরাপদে পাড়ে নিয়ে আসা হয়। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলেই স্থানীয়দের দাবি। তবে নৌকা বাইচের এই 'উল্টো খেলা'র ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। মুহূর্তের আনন্দের প্রতিযোগিতা যে এভাবে আতঙ্কের ঘটনায় বদলে যেতে পারে, ভাইরাল সেই ভিডিওতেই তার প্রমাণ।

নেশামুক্ত অভিযান শিবির দীননাথ দাস বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা এই বিষয়ে আজ কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি শিবির অনুষ্ঠিত হল। নেশামুক্ত ভারত অভিযান এই নামের শিবিরে আয়োজনে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসকের অধিকরণ তথা সমাজকল্যাণ দপ্তর, সহযোগিতায় বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে স্নিগ্ধা সাহা, জয়ী সাহা ও বিক্রম পাঁজা।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথমে একটি শপথবাক্য পাঠ করানো হয়- 'আমরা নিজেরা নেশা করব না, অন্যকে নেশা করতে দেব না।' এরপর তারা নেশার বিরুদ্ধে স্লোগান লেখার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নেশা আমাদের ভাল রাখে না, ভাল থাকার ধারণা আসলে ভুল। নেশা আমাদের মনুষ্যত্বের ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়। তোমাদের সামনের রাস্তা অস্পষ্ট হয়ে যায়।' সমাজ কল্যাণ আধিকারিক নার্গিস পারভিন বলেন, 'মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকাও নেশা। এতেও অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের, সুতরাং সতর্ক থাকো। যন্ত্রের দাস হবে না। যাদের নেশা বলে চেনা যায় না সেই ডেনড্রাইট বা কাশির সিরাপ থেকেও নিজেদের আলাদা রেখো।' রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ডা. সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন, 'ছোটবেলায় আমিও সিগারেট খেয়েছিলাম। বড় হয়ে আমি ক্যানসারে আক্রান্তও হয়েছিলাম, নেশামুক্ত জীবন যাবন করে আজ আমি সুস্থ আছি। তাই তোমরা ধূমপান করো না, কোনও নেশাই করো না। নিজেরা ভাল থেকো। নেশামুক্ত ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।' জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ডেটা অ্যানালিস্ট কর্মী সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় শিক্ষার্থীদের অনলাইন বন্ধুত্ব থেকে সাবধান করেন।

ছাদ চুঁইয়ে জল, ভাঙা রান্নাঘর, বেহাল উখড়ার আইসিডিএস কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে উখড়া পঞ্চায়েতের শুকোপাড়ার ১৯৩ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্র। সেন্টারের পাকা ঘরের ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে। পাশাপাশি রান্নাঘরের টিনের ছাউনিও ভেঙে পড়েছে। বর্ষার সময় শিশুদের জন্য রান্না করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কর্মীদের। দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আইসিডিএস কেন্দ্রে প্রায় ২০-২২ জন শিশু রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছেন একজন গর্ভবতী মহিলাও। কেন্দ্রটি পরিচালনা করেন একজন শিক্ষিকা ও একজন সহায়িকা। পড়াশোনার ঘরটি পাকা হলেও দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ছাদের বিভিন্ন অংশ দিয়ে জল পড়ছে। অন্যদিকে, টিনের ছাউনির নীচে রান্নার ব্যবস্থা থাকলেও সেটিও দীর্ঘদিন ধরে ভগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে বৃষ্টির সময় রান্নার কাজ কার্যত দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেন্টারের শিক্ষিকা ঝনুশ্রী নন্দী জানান, কেন্দ্রটির সমস্যার কথা পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। সংস্কারের কাজ শুরু হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবার অভিযোগ পেয়ে কেন্দ্রটি পরিদর্শনে যান উখড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাজল পাণ্ডে। তিনি জানান, গত বছরের ডিসেম্বরেই সংস্কারের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদার এখনও কাজ সম্পূর্ণ করেননি। পঞ্চায়েত প্রধান মিনা কোলে বলেন, 'কেন সংস্কারের কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।' দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করার আশ্বাসও দিয়েছেন।

অপসারিত তৃণমূল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, করিমপুর: তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে তৃণমূলের প্রধানকে অপসারিত করল বিজেপি। ঘটনাটি করিমপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার করিমপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই পঞ্চায়েতের মোট ২৬ সদস্যের মধ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ১৫, বিজেপির ৬, সিপিএম ৩ কংগ্রেসের ১ এবং নির্দল ১ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রধান হয়েছিলেন তৃণমূলের সুপর্ণা মুখোপাধ্যায় ও উপপ্রধান হয়েছিলেন সুজাতা সরকার। তৃণমূলের প্রধানকে অপসারণ করতে ব্লক অফিসে নোটিস জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার মিটিং ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে তৃণমূলের ৮, কংগ্রেসের ১ ও বিজেপির ৫ মোট ১৪ জন সদস্য একত্রে মত প্রকাশ করে প্রধান সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়কে অপসারিত করেন।

Huttuba SKUS Ltd
Reg No.: 433/24
Dated: 21.04.1960
Vill & PO-Huttuba, Block-Habra I

NOTICE

In terms of the Order **Memo no 627/Elec Date 18.05.26** of the Co-operation Directorate, North 24 Parganas, the Draft Voter/Member List of the Hattuba SKUS Ltd has been published by the undersigned on **25/09/2026** at the office of the society for the ensuing election to the B.O.D of the said society. The Draft Voter/Member list will be hanging on the notice board of the society from **25/09/2026 to 06/10/2026.** All the claims and objections (If any) related to the above stated Draft Voter/Member List are invited for submission with relevant documents at the working hour of the society from **25/09/2026 to 06/10/2026** at the office of the society. Hearing for the received claims and objections is scheduled to be held at **12.00 p.m on 07/10/2026.** The Final Voter/Member list will be published on **08/10/2026** at the office of the society after disposing all the claims and objections.

Sd/- **Assistant Returning Officer**
Huttuba SKUS Ltd

গণবিজ্ঞপ্তি

নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

রিটেকপ্রাইম টেকনোলজি সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেড

CIN: U62099WB2024PTC273118

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে রিটেকপ্রাইম টেকনোলজি সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় বর্তমানে নারায়ণী টাওয়ার, ব্লক বি, ৮এ এবং ৮বি, কবি ভারত সি, দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, তার নিবন্ধিত কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে Registrar of Companies, Kolkata-I-এর এখতিয়ার থেকে Registrar of Companies, Kolkata-II-এর এখতিয়ারে নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্থানান্তর করার প্রস্তাব করেছেঃ

প্রস্তাবিত নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ
এসএফ-১০, ৫ম তলা, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়া, প্লট ৫/১, ব্লক ডিপি, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১

কোম্পানিটি ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় একটি বিশেষ প্রস্তাব (Special Resolution) গ্রহণ করে নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের অনুমোদন করেছে এবং Companies Act, 2013-এর Section 12 এবং Companies (Incorporation) Rules, 2014-এর Rule 28 অনুযায়ী প্রস্তাবিত স্থানান্তরের অনুমোদনের জন্য Regional Director, Eastern Region, Ministry of Corporate Affairs-এর নিকট আবেদন করেছে। প্রস্তাবিত নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের ফলে যাঁদের স্বার্থ প্রভাবিত হতে পারে, তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে তাঁদের আপত্তি, আপত্তির কারণসহ, Regional Director, Eastern Region, Ministry of Corporate Affairs-এর নিকট দাখিল করতে পারবেন এবং তার একটি অনুলিপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কোম্পানির নিকট পাঠাতে পারবেনঃ

রিটেকপ্রাইম টেকনোলজি সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেড
এসএফ-১০, ৫ম তলা, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়া, প্লট ৫/১, ব্লক ডিপি, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১
ই-মেইলঃ info@retechprime.com

পর্ষদের আদেশক্রমে
নির্মাল্য গুপ্ত, Director, DIN: 11371147
তারিখঃ ২৪-সেপ্টেম্বর-২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

SBI — এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪ এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

গাড়ি নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: অদিতি সরকার, মোবাইল নং: ৯৮৭৪৪১৭১৬৪, ই-মেইল আইডি: sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ০১.১০.২০২৬
নিলামের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৭.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা **০১.১০.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা: শ্রী অরুণ নাগ, অ্যাকাউন্ট নং: ৪১৯১৯৭৬১৬৪৯। সংরক্ষিত মূল্য হল ৩,৭৪,০০০/- টাকা (জিএসটি সহ)।
আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে ৩৭,৪০০/- টাকা এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ২,০০০/- টাকা।
গাড়ির বিবরণ : মেক এবং মডেল: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড/I 10 NIOS 1.2 MT KAPPA ASTABS VI, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB20BW3347, **ইঞ্জিন নং:** G4LARM914919, **চ্যাসিস নং:** MALAB551CLRM547429, **নির্মাণের বছর:** ২০২৪

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন: https://www.bankeauction.com বা support@bankeauction.com

তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — হোম লোন সেন্টার সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেইল : sbi.16286@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৩ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিমাণটি পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা একটি পরিমাণ এবং এর উপর সুদের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা (গণ)-এর নাম ও ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বিকাশ কুমার ঠাকুর** পিতা লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪২৩৯৬৮০৮৩২২ (এইচবিএল) ৪২৩৯৬৮১২২৮২ (সুরক্ষা)**	**সম্পত্তির মালিকানা : শ্রী বিকাশ কুমার ঠাকুর,** পিতা লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর, **দলিলের বিস্তারিত : ২০২৩ সালের জন্য ১৯০২১৬৩২৭ নম্বর** হিসেবে বুক - I, ভলিউম নম্বর ১৯০২-২০২৩, পৃষ্ঠা ৫৮৯৫৫৬ থেকে ৫৮৯৫৮২-তে নিবন্ধিত। ২য় ফ্লোরে, উত্তর-পূর্ব দিকে (রাস্তার দিকে), কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের, দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত, মার্বেল ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩-এ, যা মৌজা - বাগজোলা, জে.এল. নং ২১-এর অধীনে, ই.পি. নং ১৯ এবং ১৯এ, এস.পি. নং ৫৩ এবং ৫৩এ -এর অন্তর্ভুক্ত, সি.এস./আর.এস. প্লট নং ৮৩৯(অংশ), ৫৪০(অংশ)-এর অধীনে, হোল্ডিং নং ৩০/২ প্রফুল্ল নগর কলোনি, কলকাতা ৭০০০৭৪ হিসেবে দমদম থানার এখতিয়ারের মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় কাশীপুর দমদমে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত। **যার সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তরে : ই.পি. নং ১৮, দক্ষিণে : ই.পি. নং ২০, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া প্রফুল্ল নগর রোড, পশ্চিমে : অন্যের জমি।	১) ০৫.০৫.২০২৬ ২) ১৯.০৯.২০২৬ ৩) ৩৬,১০,০২১.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ দশ হাজার একুশ টাকা) যা ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর ২৮.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ইত্যাদি।
২.	**বিকি কুমার রাই** পিতা প্রয়াত হৃদয় শঙ্কর রাই **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৪৬০১০২৯৬১২ (এইচবিএল) ৪৪৬৬৫৭৬৩২৬৫ (সুরক্ষা)**	**সম্পত্তির মালিকানা : বিকি কুমার রাই,** পিতা প্রয়াত হৃদয় শঙ্কর রাই। **দলিলের বিস্তারিত :** পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএসআর II -এ ২০২৫ সালের জন্য ১৬০২১৫৪ ৩২ নম্বর হিসেবে বুক - I, ভলিউম নম্বর ১৬০২-২০২৫, পৃষ্ঠা ৭২৭৮১৫ থেকে ৭২৭৮৪৬-এ নিবন্ধিত। ৩য় ফ্লোরে, দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে, কমবেশি ৫৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের, কমবেশি ৪৫৬.৩৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপের, কমবেশি ৪৭৯.১৬ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া পরিমাপের, ২ টি বেডরুম, ১ টি রান্নাঘর/ডাইনিং, ১ টি টয়লেট এবং ১ টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত, উক্ত জিত তলা ভবনের আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ৩ -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা কামদাহারি-র অধীনে কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫২ আতাগাবান, পোঃ- লস্করপুর (গড়িয়া), থানা- বাঁশদ্রোণী-র অধীনে ১১১ নম্বর ওয়ার্ড, কলকাতা ৭০০১৫৩-তে অবস্থিত। **যার সীমানা নিম্নরূপ -** উত্তরে : এল.ও.পি. নং ১৭১৮ দ্বারা; দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রোড দ্বারা; পূর্বে : প্রেমিসেস নং বি/১৪২ আতাবাগান দ্বারা; পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং বি/১৪০ আতাবাগান দ্বারা।	১) ২৭.০৪.২০২৬ (সংবাদপত্রে প্রকাশনার তারিখ ১৮.০৫.২০২৬) ২) ২৪.০৯.২০২৬ ৩) ২২,৭৬,৭৬০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশো ষাট টাকা) যা ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর ২৮.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ইত্যাদি।
৩.	**শ্রী মুক্তি দেব** পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র কুমার দেব **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪০০৯০০৯৭৯৫০ (এইচবিএল) ৪২১১২৪৩৮৫১৫ (টপ আপ) ৪০০৯০৩১৩১৮৯ (সুরক্ষা)**	**মালিক - মুক্তি দেব,** পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র কুমার দেব, যা এ.ডি.এস.আর. - বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ-এ ২০২১ সালের জন্য ১৬০৭০৫০৬৫ দলিল নম্বর হিসেবে বুক I, ভলিউম নম্বর ১৬০৭-২০২১, পৃষ্ঠা ১৮৯৮৪৬ থেকে ১৮৯৯০২-এ নিবন্ধিত। ৩য় ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব দিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮১২ বর্গফুট, যা দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট, একটি ব্যালকনি, একটি লফ্ট নিয়ে গঠিত, প্রেমিসেস নং ১৯৯, মহাত্মা গান্ধী রোড (শান্তশ্রী পল্লী)-এর ডেভেলপারদের বরাদ্দের অংশ, থানা পূর্বে ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০৬৩, ওয়ার্ড নং ১২৪-এর অধীনে, মৌজা পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩, আর.এস. নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০ এবং ১২-১৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৭৭-এর অধীনে দাগ নং ২১৫৬-এর অন্তর্ভুক্ত, যার সাথে নীচের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং উক্ত প্রেমিসেসের সাধারণ এলাকা ও সুবিধার আনুপাতিক অংশ রয়েছে। প্রেমিসেসটি নিম্নলিখিতভাবে ঘেরা- উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা; দক্ষিণে : নীহারকণা দাসের বাড়ি; পূর্বে : চায়না দে-র বাড়ি; পশ্চিমে : মানস সরকারের বাড়ি।	১) ১০.০৭.২০২৬ ২) ২৪.০৯.২০২৬ ৩) ১৮,৮৫,১৯৯.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ পঁচাশি হাজার একশো নিরানব্বই টাকা) যা ২০.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর ২১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ইত্যাদি।

তারিখ : ১৯.০৯.২০২৬/২৪.০৯.২০২৬
স্থান : এইচএলসি সাউথ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এইচএলসি সাউথ কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর ২এ, বিধান নগর-৭১৩২১২
যোগাযোগ নং- ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬, ই-মেইল- Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

গ্রাহক নির্দেশিকা

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ) ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত তিন দিনের ধর্মঘটের প্রস্তাব দিয়েছে।

ধর্মঘট চলাকালীন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা করবে, তবে গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে :

- ধর্মঘটের তারিখগুলির আগেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং লেনদেনগুলি সম্পন্ন করতে
- নগদ অর্থের প্রয়োজনে এটিএম/এডিডব্লিউএম ব্যবহার করতে (ধর্মঘট চলাকালীন অন্যান্য ব্যাঙ্কের এটিএম ব্যবহারের জন্য কোনো চার্জ লাগবে না)
- কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট ব্যবহার করতে
- ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, বিওআই মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে

গ্রাহকদের সুবিধার্থে ২৭.০৯.২০২৬ (রবিবার) শাখাগুলি খোলা থাকবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চলবে।

কোনো অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আপনাদের উপলব্ধি ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

জোনাল ম্যানেজার
দুর্গাপুর জোন

জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. অফিস : দ্য চেম্বারস, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা, ৭০০১০৭
CIN : U70101WB1981PTC034275 ইমেল : sandeep@skagrawal.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি নং ডিএনবিআর. (পিডি) ০২৯/সিজিএম (সিডিএস)-২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুবর্তনে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড-এর শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক, কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬/২০১৩-এর অধীনে নিগমিত এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে একটি নন-ডিপোজিট টেকিং নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসেবে সার্টিফিকেট নম্বর B-05.05623-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত, যার নিবন্ধিত কার্যালয় দ্য চেম্বারস, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা, ৭০০১০৭-এ অবস্থিত।

নিযুক্ত হতে যাওয়া নতুন ডিরেক্টর হলেন শ্রীমতী জাহ্নবী আগরওয়াল, পেশায় ব্যবসায়ী, যিনি ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। দুঃখজনক মৃত্যুর কারণে পদত্যাগকারী ডিরেক্টর হলেন শ্রী অলোক চৌধুরী। ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়ানো, সম্প্রসারণ এবং বৈচিত্র্য আনার জন্য ব্যবস্থাপনায় এই পরিবর্তন করা হচ্ছে।

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের আরবিআই সার্কুলার মাস্টার ডিরেকশন - ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি- স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশনস, ২০২৫ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রবিধান অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে। কোম্পানি ইতিমধ্যেই গত ২৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখের পত্র নং KOL.DOR.No S890/01-01-005/2026-2027-এর মাধ্যমে আরবিআই, কলকাতা থেকে ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের জন্য পূর্বানুমোদন পেয়েছে।

এই বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণ/আপত্তি থাকলে তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে ডিপার্টমেন্ট অফ নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ১৫, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় জানানো যেতে পারে।

এই সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি এবং উপরে উল্লেখিত প্রস্তাবিত ডিরেক্টরের দ্বারা যৌথভাবে জারি করা হচ্ছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৬

বিদ্যমান ডিরেক্টর: শ্রীমতি রশ্মি আগরওয়াল, ডিরেক্টর; শ্রী শরৎ কুমার বেহুরা, ডিরেক্টর
প্রস্তাবিত ডিরেক্টর: জাহ্নবী আগরওয়াল, প্রস্তাবিত ডিরেক্টর

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রল বঁক আঁফ ইডিয়া Central Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১) দেখুন]
পরিশিষ্ট-৪

কাটোয়া শাখা
বল্লারি মার্কেট কমপ্লেক্স, কাছারি রোড, পোঃ কাটোয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১৩০

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কাটোয়া শাখার অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(২) এবং সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **১৬.০৬.২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ** জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা - শ্রী নিখিল কর্মকার,** পিতা- শ্রী নাড়ু গোপাল কর্মকার এবং **জামিনদাতা : শ্রী অরিজিৎ কর্মকার,** পিতা- শ্রী নিখিল কর্মকার-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৩৭,০৬৪.০০ টাকা** (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চৌষট্টি টাকা) **(যা ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত** বকেয়া আসল এবং সুদের প্রতিনিধিত্ব করে), এবং এর উপর **১৭.০৬.২০২৬ তারিখ** থেকে আজ পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কাটোয়া শাখার ৯,৩৭,০৬৪.০০ টাকার** (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চৌষট্টি টাকা) (যা **১৬.০৬.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত বকেয়া আসল এবং সুদের প্রতিনিধিত্ব করে), এবং এর উপর **১৭.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফায়েশি অ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শ্রী নিখিল কর্মকার, পিতা শ্রী নাড়ু গোপাল কর্মকারের নামে থাকা কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে মৌজা-কাটোয়া, জে.এল. নং ২১, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৭২৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৩৪০, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৩ -এর মধ্যে অবস্থিত ১.৭৫ শতক (কমবেশি) পরিমাপের জমি এবং এর উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **যার সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : সমীর দত্তর জমি, দক্ষিণে : মাধবীতলা সদর রোড এবং নীরপদ দাস ও নির্মল দাসের জমি, পূর্বে : নকুল কর্মকারের জমি, পশ্চিমে : অক্ষয় কুমার ব্যানার্জীর জমি।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৬
স্থান : কাটোয়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০, ইমেইল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং: ৩৯৮২১৯২০৮৬৭ (এইচবিএল), ৩৯৮২২১০৩০৬১ (সুরক্ষা) এবং ৪১১৮৫২১৭০৬৪ (ইনস্টা টপ-আপ)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুরের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **১২.০৩.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রী রাজেশ সাউ, পিতা- চন্দ্রিকা প্রসাদ সাউ, ফ্ল্যাট নং ই, ৪র্থ ফ্লোর, হৃষিকেশ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৬/৮১, নীলগঞ্জ রোড, কল্যাণনগর রহড়া বন্দিপুর, পোঃ পানশিলা, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১২, অন্যান্য ঠিকানা: ৮০, কুমার এসএল, এনজিএইচ পথ, টিটাগড় (এম), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১১৯** -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,৩৫,৮৯৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো তিরানব্বই টাকা মাত্র) যা ০১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টার উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **০১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুরের ১০,৩৫,৮৯৩.০০ টাকার (দশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো তিরানব্বই টাকা মাত্র)** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে, হোল্ডিং নং ৬/৮১, নীলগঞ্জ রোড, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত, মৌজা - বন্দিপুর, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ৯০, তৌজি নং ১৫১২, আর.এস. দাগ নং ১৬০১-এর অন্তর্ভুক্ত যা এল.আর. দাগ নং ১৬০১/২৪৫২ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৮২২ এবং ১৮২৩-এর সাথে সম্পর্কিত প্রায় **০৫ (পাঁচ) কাঠা ০৮ (আট) ছটাক ২২ (বাইশ) বর্গফুট** কমবেশি পরিমাপের জমির আনুপাতিক অংশ সহ **"হৃষিকেশ অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক ভবনের টাইলস মেঝে সহ একটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত ৪র্থ ফ্লোরে কমবেশি **৪২৬ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **"ই"** -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। যা এ.ডি.এস.আর.ও. ব্যারাকপুর বর্তমানে সোদপুরে নিবন্ধিত ২০২০ সালের জন্য **১৫২৪০৫০৫১ নম্বর দলিল** হিসেবে, বুক নং-I, ভলিউম নং ১৫২৪-২০২০, পৃষ্ঠা ১৯৪২৪৬ থেকে ১৯৪২৭৯ -এ রয়েছে।
সম্পত্তিটি শ্রী রাজেশ সাউ, পিতা- চন্দ্রিকা প্রসাদ সাউ-এর নামে রয়েছে।
জমির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে: জগন্নাথ দত্ত দ্বারা, **দক্ষিণে:** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, **পশ্চিমে:** একান্ত আপন দ্বারা,
ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে: খোলা আকাশ দ্বারা, **দক্ষিণে:** ফ্ল্যাট এ দ্বারা, **পূর্বে:** সিঁড়ি, লিফট এবং লবি দ্বারা, **পশ্চিমে:** একান্ত আপন অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা।

তারিখ: ২৩.০৯.২০২৬
স্থান: খড়দহ

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হারার ফলেই বিরোধীরা জ্ঞানেশ কুমারের দিকে আঙুল তুলছেন: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও এসআইআর নিয়ে চলতি বিতর্ক নিয়ে সরব হলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য দিলীপ ঘোষ এবং বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। নির্বাচন সংক্রান্ত ইস্যুতে বিরোধীদের অভিযোগকে উড়িয়ে দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, 'ভোটে সাধারণ মানুষ সমর্থন না দেওয়ায় এবং হেরে যাওয়ার কারণেই বিরোধীরা এখন জ্ঞানেশ কুমারের দিকে আঙুল তুলছেন। কখনও ইভিএম তো, কখনও নির্বাচন কমিশনের ঘাড়েই তারা দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।' তাঁর মতে, 'নির্বাচন কমিশনকে দায়ী না করে বিরোধীদের উচিত নিজেদের অস্তিত্ব কেন মুছে যাচ্ছে, সেই আত্মসমীক্ষা করা।' বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একটি বেসরকারি ফার্মেসি কলেজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর বিরোধী অবস্থান প্রসঙ্গে জানান, 'বিষয়টি নিয়ে মামলা

আদালতে বিচারাধীন, কাজেই আদালতই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।' একই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা স্পষ্ট করে জানান, 'নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই কাজ করছে। এসআইআর নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেও আদালত কিন্তু কোথাও এই প্রক্রিয়া বাতিল বা স্থগিত করেনি। এমনকি যে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল, তা জুডিশিয়াল অফিসারদের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্ক্রুটিনির পরেই প্রকাশ করা হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনজন কমিশনার যৌথভাবেই গ্রহণ করেন। ফলে ভোটে হেরে যাওয়ার পর নির্বাচন কমিশনারকে ব্যক্তিগত নিশানা করে অভিযোগ তোলা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর অহেতুক আঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজ্যের শিল্প ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ ও সায়ন্তন বসু দুজনেই ইতিবাচক বার্তা দেন।' সায়ন্তন বসু জানান, 'বর্তমান সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করছে। নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে ২ হাজার বেডের একটি আধুনিক হাসপাতাল গড়া হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বড় দিশা দেখাবে। স্বাস্থ্য, ভারী শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের হাত ধরে রাজ্য দ্রুত তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করবে।' দিলীপ ঘোষও জানান, 'আদানি গোষ্ঠীর এই হাসপাতালে প্রায় এক হাজার শয্যা দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য রাখা হবে এবং খুব দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে।' এ ছাড়া কৃষকদের সুবিধার্থে সাবমার্সিবল পাম্পে ইউনিট প্রতি দুই টাকা হারে বিদ্যুৎ ভর্তুকির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এই পদক্ষেপে প্রান্তিক চাষি-সহ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত সকলেই লাভবান হবেন। ১০০ দিনের কাজের বিকল্প হিসেবে সরকারের কর্মসংস্থান প্রকল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ৭ হাজার থেকে বাড়িয়ে ধাপে ধাপে ৫ লাখে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রার কথাও তিনি তুলে ধরেন।' অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা নিয়ে ফোনের প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ এবং সায়ন্তন বসু দুজনেই জানান, 'প্রশাসন স্ক্রুটিনি চালিয়ে উপযুক্ত ও প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করার কাজ করছে। অযোগ্যদের বাদ দিয়ে যোগ্যদের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত সমাধান করা হবে।'

পিস্তল নিয়ে রিলস বানাতে গিয়ে গুলিতে জখম যুবক

বেআইনি অস্ত্র-মজুতে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেআইনি পিস্তল নিয়েই হিন্দি সিনেমার কায়দায় রিলস বানাতে গিয়ে আচমকা গুলি ছুটে জখম হল এক যুবক। সেই সময় আতঙ্কে বাড়ির লোকেরাই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে নিকটবর্তী সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে। এই পরিস্থিতিতেই বেআইনি পিস্তল লুকানো হয় প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বাড়িতে। বিষয়টি জানতে পেরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এরপর দুজনকেই বেআইনি অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগেই গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার গোপালপুর কালিতলা এলাকায়। গুলিবিদ্ধ যুবক সংশ্লিষ্ট এলাকার হাসপাতালে পুলিশি হেপাজতেই চিকিৎসাধীন রয়েছে। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার অপর ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কালিতলা এলাকার বাসিন্দা বুবাই সাহার পায়ে গুলি লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আইসি-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। প্রথমে বুবাই দাবি করেন, এদিন সন্ধ্যায় কাছ থেকে ফেরার সময়

অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে তিনি স্বীকার করেন, নিজের কাছে থাকা অবৈধ পিস্তল নিয়ে মোবাইলে রিলস্ বানানোর সময় বাম পায়ে আচমকাই গুলি লাগে। পুলিশের দাবি, ঘটনার পর বুবাই ওই পিস্তলটি প্রতিবেশী মহম্মদ আইনাল হকের হাতে তুলে দেন। অভিযোগ, আইনাল অস্ত্রটি একটি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখেন। পরে আইনাল হকের দেখানো জায়গা থেকেই ৯ এমএম পিস্তল ও দুটি খালি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় বুবাই ও আইনাল দু'জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ঘটনায় মোহাম্মদ আইনাল হকের ভূমিকা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অস্ত্রটি কার, বুবাই ও আইনালের মধ্যে কী সম্পর্ক এবং এই আগ্নেয়াস্ত্র আগে কোনও অপরাধে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। এদিকে স্থানীয় একাংশ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মহম্মদ আইনাল হক এর আগেও একাধিক ব্যক্তিকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। এলাকায় তিনি সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত বলেও দাবি স্থানীয়দের। প্রমাণ লোপাট, চক্রান্ত করে কাউকে ফাঁসানো এবং আগে থেকে রেকি করার মতো অভিযোগও রয়েছে আইনালের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। পুলিশ আইনাল হককে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত কি না, অস্ত্রটির উৎস কোথায় এবং আইনালের ভূমিকা কতটা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা পুলিশ কর্তারা।

প্রধান শিক্ষকের বদলি ঘিরে জট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রধান শিক্ষক বদলি ঘিরে দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ২০২১ সালে পুরশুড়া হাই স্কুল থেকে আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসা প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র রায়কে ফের তাঁর পুরনো কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১০ দিনের মধ্যে তাঁকে পুরশুড়া হাই স্কুলে যোগ দিতে হবে। পাশাপাশি, আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নতুন করে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে পুরশুড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র রায় বদলি হয়ে আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেই বদলির বৈধতা নিয়ে পরবর্তীতে প্রশ্ন ওঠে এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে চলা সেই আইনি প্রক্রিয়ার পর এবার কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন মোড় তৈরি হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ

অনুযায়ী, ২০২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকাশচন্দ্র রায়ের বদলির জন্য যে সুপারিশ এবং পরবর্তী নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, তা নিয়ম মেনে হয়নি। সেই কারণেই তাঁকে পূর্বের কর্মস্থল পুরশুড়া হাই স্কুলে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে, আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে বদলির জন্য আবেদন করেছিলেন বর্ধমানের রায়না স্বামী ভোলানন্দ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কোরবান খান। তাঁর করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই আদালতের এই নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে। আদালতের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে কোরবান খানের নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশপত্র ও নিয়োগপত্র জারির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথাও বলা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ প্রসঙ্গে বিকাশচন্দ্র রায় জানান, বদলি সংক্রান্ত ঘটনায় তাঁর ব্যক্তিগত কোনও ভুল বা দায় নেই। তাঁর দাবি,ক্ষু যদি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিষয় এবং পরবর্তীতে সেই ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, তাঁর চাকরি জীবনের মেয়াদ শেষ হতে আর প্রায় দু'মাস বাকি। শিক্ষা দপ্তর যা সিদ্ধান্ত নেবে তা মেনে নেবেন। তিনি বদলির আবেদন করেছিলেন, তা পাস হয়। যদিও কোর্টে মামলাকারী কোরবান খানের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সবমিলিয়ে এখন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর কী পদক্ষেপ নেয়।

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ দেওয়ার খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মুখ্যমন্ত্রী নাকি বৈঠকে ডেকে তাঁকে ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে 'দপ্তরে বসে কাজ করার' পরামর্শ দিয়েছেন। এই জল্পনা ভিত্তিক খবরকে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের একাংশের ছড়ানো খবরের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এমন কোনো নির্দেশ দেননি। এবং এই বিষয়টির নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা জারি করে রটনা নস্যাৎ করা হয়েছে।' অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'আমরা রাস্তায় নেমে ফিল্ড ওয়ার্ক করছি, কারণ সেটা করা অত্যন্ত দরকার এবং এই সমস্ত কাজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই করা হচ্ছে।' ফুটপাথ দখলমুক্ত করা, জঞ্জাল সাফাই এবং পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত তদারকি চালাচ্ছেন তিনি। শহরবাসীদের দীর্ঘদিনের বদঅভ্যাস দূর করতে ও সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য বাথরুম তৈরি, ডাস্টবিন বসানো এবং নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং মার্কিংয়ের কাজ চলছে। এবং আরো কিছু কাজের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অগ্নিমিত্রা পল আরও বলেন, 'ভিউয়ার্স বাড়ানোর জন্য কে কী রটাল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা ২৪ ঘণ্টা মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে প্রতিটি দপ্তরকে টার্গেটভিত্তিক কাজ শেষ করে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে এবং আমরা সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছি। শুধু তাই নয় কাজের রিপোর্ট কার্ড মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে।'

পুরনো ধসের ক্ষত ফের চওড়া! আতঙ্কে ঘরছাড়া ২৫ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দু'বছর আগের ধস। সময়ের সঙ্গে ক্ষত শুকোয়নি, বরং নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে ফের ভয়াবহ আকার নিয়েছে সেই ধস। বাড়তে থাকা গর্ত আর মাটির ফাটল ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে জামুড়িয়া থানার কেন্দা এলাকায়। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রায় ২৫টি পরিবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র সরে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২৪ সালে জনবসতির একেবারে সামনে প্রথম ধসটি দেখা যায়। ধসের জেরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৈরি হয় গভীর গর্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে ধসের কাছাকাছি থাকা কয়েকটি পরিবারের জন্য ইসিএলের পুরনো আবাসনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়দের বক্তব্য, সেটি স্থায়ী পুনর্বাসন নয়। এর পর কেটে গিয়েছে দু'বছর। ফের নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টির পরেই পুরনো ধসের আকার আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ। বুধবার রাত থেকেই আতঙ্কে বাড়িঘর ছাড়তে শুরু করেন এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ধস কবলিত পরিবারের সঙ্গে কথা বলার জন্য ইসিএলের কোনও আধিকারিক এলাকায়

আসেননি বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকার বাউরি সমাজের নেতা হরেকৃষ্ণ বাউরির দাবি, ধসের পর দু'বছর আগেই ইসিএলের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানানো হয়েছিল। সেই সময় কয়েক জনকে ইসিএলের পুরনো আবাসনে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলেও তা প্রকৃত পুনর্বাসন নয়। তাঁর অভিযোগ, 'দু'বছর পর ফের বৃষ্টিতে ধসের আকার বেড়েছে। এখন ২৫টি পরিবার ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। অবিলম্বে এই পরিবারগুলির স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।' পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ-কাণ্ড

সোনপুরে ফরেনসিক দল, নমুনা সংগ্রহের পর সিল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনপুর: অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে বুধবার সোনপুর গ্রামে নরোত্তম মণ্ডলের বাড়িতে ফরেনসিক তদন্ত চালাল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ। দুপুর ১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকেরা। বাড়ির যে অংশ থেকে নরোত্তমবাবুর স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেখান থেকে তদন্তের স্বার্থে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বাড়ির ভিতরে তল্লাশি ও নমুনা সংগ্রহের কাজ চলে। আনুমানিক দুপুর ২টো নাগাদ ফরেনসিক দলের সদস্যেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তদন্তের কাজে সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফরেনসিক দল চলে যাওয়ার পর বাড়িটি ফের সিল করে দেয় পুলিশ। এ দিন ঘটনাস্থলে ফরেনসিক আধিকারিকদের পাশাপাশি জামুড়িয়া থানার কেন্দা

ফাঁড়ির আইসি-সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতি ছিল। ঘটনাকে ঘিরে বাড়িটির কিছুটা দূরেও কৌতূহলী স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে। ঘটনায় এলাকায় তৈরি হয় চাপা উত্তেজনাও।

ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্টের দিকেই এখন নজর তদন্তকারীদের।

মাও নেত্রী জবার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার বাঁকুড়া জেলা পুলিশ লাইনে আত্মসমর্পণ করার পর মাওবাদী নেত্রী জবা মাহাতোর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁর মা লুলকি মাহাতো। বেলপাহাড়ি থানার বাঁশপাহাড়ি পঞ্চায়েতের জামিরডিহা গ্রামের বাসিন্দা জবা মাহাতো বুধবার অন্য দুজন মাওবাদীর সঙ্গে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ লাইনে রাজ্য পুলিশের এডিজি আনন্দ কুমারের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। প্রায় তিন দশক মাওবাদী স্কোয়াডে থাকার পর জবার আত্মসমর্পণের খবর পৌঁছাতেই তাঁর পরিবারে স্বস্তি ফিরেছে। জবার মা-সহ পরিবারের আশা দুর্গা পুজোর আগেই ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরবে। প্রায় ২৫ বছর পর মেয়েকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানোর কথা জানিয়েছেন মা লুলকিদেবী। তিনি বলেন, 'জবা স্কুলে কখনও যায়নি। ১৭-১৮ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। তারপর আর কোনও যোগাযোগ হয়নি।' আত্মসমর্পণের পর জবা সুস্থ স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনে ফেরার কথা জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন নীতিতেও আস্থা রেখেছেন। জবার স্বামী মদন মাহাতোও মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী নেতা। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি মাওবাদী স্কোয়াডের নেতৃত্বে রয়েছেন। জবার আত্মসমর্পণের পর ওই প্রবীণ মাওবাদী নেতারও আত্মসমর্পণের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসআইআর-এর আতঙ্কে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এসআইআরে নাম বাদ যাওয়ার পর থেকেই মনের মধ্যে আতঙ্ক গ্রাস করেছিল কালনা থানার নান্দাই পঞ্চায়েতের খড়িনান এলাকার বাসিন্দা হাসান উদ্দিন মোল্লার। আর তারপর থেকেই মানসিকভাবে হয়ে পড়েছিলেন বিপর্যস্ত। সেই কারণে বর্ধমানে মানসিক চিকিৎসাও চলেছে তার। আর এরপর গত দু-তিন দিন আগে বিডিও অফিস থেকে ফোন করে কিছু তথ্য জানতে চাওয়ার পরেই তিনি আরও মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে সে কথা জানিয়েও ছিলেন তিনি। আর এরপরই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ওই ব্যক্তি। জানা গিয়েছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম হাসান উদ্দিন মোল্লা (৪০)। তার পরিবারের সদস্যরা জানান, এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ার পর তিনি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ট্রাইবুনালে নাম তোলার জন্য তিনি আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু সেই আবেদনের পরও এখনো পর্যন্ত তার নাম ওঠেনি। তাঁকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে এমনই আতঙ্ক তাঁকে গ্রাস করেছিল। এর আগেও দু-তিনবার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন পরিবারের লোকেদের সাবধানতায় তাঁকে সেসময় বাঁচানো গেলেও বুধবার রাতে বাড়ির সিঁড়ির একটি অংশে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন ওই ব্যক্তি।

হুগলির ব্রেথওয়েট কারখানায় শ্রমিকদের আনন্দ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির ব্রেথওয়েট কারখানায় বৃহস্পতিবার আবির উড়িয়ে, মিষ্টি মুখ করে আনন্দ উদযাপন করলেন শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরেই 'সম কাজে, সম বেতন' দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন শ্রমিকরা। শেষমেশ শ্রমিকদের দাবিপূরণ। শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই বেতন পরিকাঠামো নিয়ে অসাম্য ছিল ব্রেথওয়েট কারখানায়। এই কারখানায় স্থায়ী শ্রমিক রয়েছেন মোট ৩০ জন। তাঁরা যা বেতন পান, চুক্তি শ্রমিক ৬১ জন তার অর্ধেকও পেতেন না। সম কাজ করলেও বেতন কাঠামোয় ফারাক ছিল বিস্তর। সেই ফারাক মিটল। কেন্দ্রের শ্রম দপ্তর গত ৬ জুন কলকাতার রবীন্দ্র সদনে ডেকেছিল ব্রেথওয়েট ম্যানেজমেন্টকে। বিভিন্ন সরকারি সেক্টরকেও ডাকা হয় সে দিন। সম কাজে সম বেতন, নিয়োগ পত্র, পে-স্লিপ দিতে হবে বলে জানানো হয়।

এতদিন বাংলার ধার্য করা রেটে কাজ করতেন শ্রমিকরা। প্রশিক্ষণহীন শ্রমিকরা দিন প্রতি ৭৮৪ টাকা পেতেন। স্কিলড শ্রমিকরা পেতেন দিন প্রতি হাজার টাকা করে। মাসে কমবেশি ২৬ দিন কাজ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ওভার টাইম থাকে। সব মিলিয়ে মাসে আগে যেখানে আট দশ হাজার টাকা পেতেন শ্রমিকরা, এই মাস থেকে সেটা প্রায় তিন গুণ বাড়ল। পুজোর মুখে বেতন বাড়ায় খুশি সকলেই।

উল্লেখ্য, ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীনে হুগলির ব্রেথওয়েট কারখানা ২০০৬ সাল থেকে রেলের উদ্যোগে চলছে। মালগাড়ির রেলের ওয়াগান, বগি, কনটেনার, ক্রেন, ব্রিজ, কাপলার, কাস্টিং-সহ রেলের যন্ত্রাংশ তৈরি হয় এই ব্রেথওয়েট কারখানায়। কারখানার স্থায়ী শ্রমিক বলেন, 'আমরা খুশি, ম্যানেজমেন্টও খুশি। চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের পাশাপাশি ঠিকা শ্রমিকদেরও বেতন বাড়লে আরও ভালো লাগবে। এখন প্রায় ২৫০ জন ঠিকা শ্রমিক কাজ করেন ব্রেথওয়েটে।

বনজ ছাতু ভরে উঠেছে বাঁকুড়ার বাজারগুলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার বাজারগুলি ভরে উঠেছে বনজ শিক ছাতু বা কাড়ান ছাতুতে। এতে খুশি বন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। এই শিক ছাতুর যোগান ও চাহিদা দুটোই বেশি। তাই দুর্গাপুজার মুখে তাদের আয়ও হচ্ছে ভাল। বাঁকুড়া শিল্পাঞ্চলের বড়জোড়া বাজার এদিন এই ছাতুই ভরে উঠেছিল। বন থেকে এই ছাতু তুলে এনে ৯ জন মহিলা-সহ ১৭ জন এই ছাতু বিক্রি করতে এসেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, এই ছাতু ১০০ গ্রাম ৬০, ৮০ এমনকি ১০০ টাকা দরেও বিক্রি করেছে। সংগ্রামপুর এলাকার তাপসী রুইদাস ও মিতা বাউড়ি, উত্তর সরাগাড়ার মদন পাল, বড়পুকুরিয়ার মেঘা রায় ও সাথী রায়-সহ বাসুদা, বড় পুখুরিয়া ও বনবেন্দ্যা থেকে বড়জোড়া বাজারে ছাতু বিক্রি করতে আসা ব্যক্তিরা জানান, 'বন-ফায়ার রোধ করতে পারায় এবার এই ছাতু দীর্ঘ দিন ধরে ও বেশি পরিমানে পাওয়া গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস ও বন দপ্তরের ধারাবাহিক প্রচারে।' এবার বনসংলগ্ন বেলিয়াতোড়, রামপুর ও সোনামুখি ইত্যাদি বাজারগুলিতে এই ছাতুর প্রচুর যোগান রয়েছে। ছাতু সংগ্রহকারীদের বক্তব্য,

'এবারে যেসব এলাকায় বনে আগুন লাগার ঘটনা তারা আটকাতে পেরেছেন, সেই জায়গাগুলিতে এবার এই ছাতু জন্মেছে ভাল। এটি সম্ভব হয়েছে মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের শিল্পী ও বন বিভাগের ধারাবাহিক প্রচারে।' এই পরিবেশবাদী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'বন আগুন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হওয়ায় বনে ছাতু এবার বেশি জন্মেছে সেটা ঠিক কথা কিন্তু হাতিরও এটা বড় ভূমিকা আছে। যেসব এলাকায় হাতি বিচরন করে সেসব এলাকায় শিক ছাতু ব্যাপকভাবে জন্মেছে। হাতির মল ব্যাপক ছাতু উৎপাদনে সহায়তা করেছে।' গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যত ভোরে বনে যাওয়া যাবে, ততই কুঁড়ি অবস্থায় ছাতু পাওয়া যায়। কুঁড়ি অবস্থায় ছাতুর দাম অনেকটাই বেশি। কুঁড়ি ফুটে গেলে ফোটার ধাতুর দাম কমে যায়।'

এনসিসি এডিজি-র পতিরাম সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলুরঘাট: পতিরামের যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা সভা। বৃহস্পতিবার কলেজ পরিদর্শনে আসেন এনসিসির এডিজি মেজর জেনারেল অমর পাল সিং চাহাল (সেনা মেডেল প্রাপ্ত)। তাঁর এই আগমনকে কেন্দ্র করে কলেজ প্রাঙ্গণে উদ্দীপনা ও উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় কলেজের অধ্যক্ষ সন্তু চক্রবর্তী এবং এএনও লেফটেন্যান্ট সমীরণ সাহার যৌথ উদ্যোগে আমন্ত্রিত অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও বরণ করে নেওয়া হয়। এনসিসি-র এডিজি মেজর জেনারেল চাহালকে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত বর্ণাঢ্য আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি বুধরাই টুডু। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'মিঠি মিঠি' এবং 'মিশন টেন মিলিয়ন প্ল্যান্টস'-এর প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় জয় সিং, ৭ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসির অফিশিয়েটিং সিইও এম. এম. কাদরি-সহ অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ এবং এএনও-বৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা শিক্ষার্থীদের জীবনে এনসিসি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি বর্তমান সময়ে পরিবেশ রক্ষার তাগিদে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে এক সৌজন্যমূলক চা-চক্রে সমস্ত অতিথি ও গুণীজনেরা অংশ নেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম বদলের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: হাওড়ার বাগনান একটি জনবহুল ও প্রাচীন জনপদ। বাগনান স্টেশনকে ইতিমধ্যেই মডেল স্টেশন ঘোষণা করেছে রেল মন্ত্রক। বাগনান এক ব্লকের হারপ গ্রামটি রীতিমতো প্রাচীন। এই

গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন আবহাওয়া বিজ্ঞানী অনিল দাস। যাঁর নামে চাঁদের একটি হোল (গর্ত) উৎসর্গ করা রয়েছে। এই গ্রামের নামেই রয়েছে সাব পোস্ট অফিস। আশপাশের কয়েকটি গ্রামে পরিষেবা পৌঁছে দেয় ডাক বিভাগ। রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উদ্যোগে গড়ে ওঠা একটি মডেল স্কুল। ঈশ্বর চন্দ্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে হারপ গ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ও জড়িত বিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও বিভূতিভূষণ বসুর মতো এই গ্রামের বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব। তাই এই গ্রামের নামে হাটুড়িয়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম হলে ভালো হবে বলে মনে করছেন অনেকেই। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কাছে লিখিত ভাবে মেল জানানো হয়েছে বলে জানান হারপের বাসিন্দা সুমন সাউ। আর সুমন বাবুর মেইলের পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই হৈ চৈ শুরু হয়েছে।

অগ্নিনির্বাপণে আরও শক্তিশালী দুর্গাপুর, যুক্ত ২ নতুন ফায়ার টেন্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করার উদ্যোগে যুক্ত হল ২২৬টি নতুন অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার-যান। বৃহস্পতিবার কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন যানগুলির উদ্বোধন করা হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার ফায়ার স্টেশনে যুক্ত হয়েছে দুটি নতুন ফায়ার টেন্ডার। এর মধ্যে একটি বড় এবং অন্যটি তুলনায় ছোট আকারের। জনবহুল এলাকা এবং সরু রাস্তায় দ্রুত পৌঁছে অগ্নিনির্বাপণের কাজে ছোট ফায়ার টেন্ডারটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হবে বলে দমকল সূত্রে জানা গেছে। দুর্গাপুরে ইতিমধ্যেই ল্যাডার-সহ অত্যাধুনিক একাধিক অগ্নিনির্বাপণ যান রয়েছে। নতুন দুটি ফায়ার টেন্ডার যুক্ত হওয়ায় শহরের অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি উদ্ধার পরিষেবার সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে দাবি প্রশাসনের।

বাংলার মুকুটে নতুন পালক

ক্যাটলিনা চ্যানেল জয় মেদিনীপুরের সাঁতারু আফরিন জাবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলার মুকুটে জুড়লো নতুন পালক। প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্গম ক্যাটলিনা চ্যানেল জয় করলেন মেদিনীপুরের উদীয়মান সাঁতারু আফরিন জাবি। মেদিনীপুর শহরের দেওয়ান বাবার চক এলাকার বাসিন্দা আফরিন জাবি বাবা পিয়ার আলি, মা সাবিনা পারভীন ,দাদা আদিল মহম্মদ ও বৌদ রিজুয়ানা ইয়াসমিনের সঙ্গে থাকেন। আফরিনের সাঁতারের শিক্ষা শুরু মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাবে। ২৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ৫৮ নাগাদ (আমেরিকায় তখন গভীর রাত) সান পেড্রো থেকে সাঁতার শুরু করেন আফরিন। গভীর রাত থেকে ভোর ও পরের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সাঁতার কেটে দীর্ঘ প্রায় ৩২.৫ কিলোমিটার সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে গিয়ে তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে প্রবল ঢেউ, সমুদ্রস্রোত এবং রাতের অন্ধকারের। এর পাশাপাশি সমুদ্রে জেলিফিশের উপস্থিতিও বাড়তি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে শেষ পর্যন্ত ক্যাটলিনা চ্যানেলের গন্তব্যে পৌঁছে যান আফরিন। ভারতে সময় তখন ২৪ শে সেপ্টেম্বর ভোর ২ টা ৫৮ মিনিট ৫১ সেকেন্ড। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে তাঁর সময়

লাগে ১৫ ঘণ্টা ৫১ সেকেন্ড। আফরিনের সঙ্গে আমেরিকায় থাকা আফরিনের বাবা পিয়ার আলী জানান, 'ক্যাটলিনা চ্যানেল জয়ের যাত্রাপথ যথেষ্ট কঠিন ছিল। সমুদ্রে ব্লু হোয়েল, সি লায়ন এবং তিমিরও দেখা মিলেছিল। যদিও সেগুলি আফরিনের নজরে পড়েনি, তবে জেলিফিশের কারণে সমস্যায় পড়তে হয় তাঁকে।' এর আগেও আন্তর্জাতিক সাঁতারে একের পর এক সাফল্য এসেছে আফরিনের ঝুলিতে। ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই ১৩ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন তিনি। তখন সাথে ছিলেন দাদা আদিল মহম্মদ ও বৌদি রিজুয়ানা ইয়াসমিন। এরপর ২০২৬ সালের মে মাসে ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিটে পাক প্রণালী পেরিয়ে নজির গড়েন। সেবার সাথে ছিলেন বাবা পিয়ার আলী ও মা সাবিনা পারভীন। এবার সেই সাফল্যের তালিকায় যুক্ত হল ক্যাটলিনা চ্যানেল জয়ের মুকুট। প্রতিকূল সমুদ্র, দীর্ঘ পথ আর একের পর এক চ্যালেঞ্জকে পেরিয়ে আফরিনের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা। মেদিনীপুর শহরের এই কৃতী সাঁতারুর সাফল্যে গর্বিত গোটা জেলা। গোটা সামাজিক মাধ্যম জুড়ে আফরিন জাবির খবর। পরিবারের পক্ষ জেলার ডিএম, এস পি-সহ সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের ও স্পনসরদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ফের পাকিস্তানের আফগানিস্তানের ওপর আকাশপথে হামলার অভিযোগ

কাবুল, ২৪ সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক দৌত্য সত্ত্বেও পাকিস্তান- আফগানিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার ফের পাকিস্তান প্রতিবেশী আফগানিস্তানের ওপর আকাশপথে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানের অন্তত ১০টি এলাকায় আছড়ে পড়েছে ড্রোন। ইসলামাবাদের দাবি, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে 'জঙ্গি'দের পুষছে আফগানিস্তান। যদিও বরাবরের মতোই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তালিবান প্রশাসন। তারা জানিয়েছে, পাক হামলায় এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। পাক তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সামরিক শক্তি কাজ করছে, তাদেরকেই চিহ্নিত করে হামলা চালানো হয়েছে। একেবারে হিসাব কষে নিশানা করা হয়েছে এই এলাকাগুলি।' যদিও আফগানিস্তানের মতে, পাকবিরোধী কোনও শক্তিকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না।

আসলে পাকিস্তানের অন্দরেই মাথাচাড়া দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। সেটা আসলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিন্তু সেই সমস্যার দায় আফগানিস্তানের উপর চাপিয়ে দিয়ে বারবার হামলা চালাচ্ছে পাক সেনা।

গ্রেটার নয়ডায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে স্লিপার বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৯ জন যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য! বাসের চালক ও খালাসিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসের ইঞ্জিন থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। এদিকে দায়ের হওয়া এফআইআরে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। যাত্রীদের অভিযোগ, বাসের ভিতর পোড়া গন্ধ পাওয়ার পর তাঁরা চালক ও খালাসিকে ধূমপান বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু সেই আপত্তিতে কর্ণপাত না করে উল্টে যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করেন তাঁরা এবং যাত্রীদের চুপ থাকার হুমকি দেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন গোটা বাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আর্থিক সাহায্য ঘোষণা

চিফ ফায়ার অফিসার প্রদীপ কুমার জানিয়েছেন, রাতে বাসটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়ার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন ও উদ্ধারকারী দল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালিয়ে ২০ থেকে ২৫ জন যাত্রীকে অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়। তবে আগুনের তীব্র ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত চালক ও কন্ডাক্টরকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তিনি। এই অর্থ 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল' থেকে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এক বার্তায় জানানো হয়, উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির খবরে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বার্তায় আরও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং চিকিৎসাধীন আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

চলন্ত বাসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৯ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় এই ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার ৩৫ জন যাত্রীকে নিয়ে নয়ডা থেকে মাহোবার দিকে যাচ্ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) বাসটি। পুলিশ সূত্রে খবর, মধ্যরাতে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় জেওয়ারের নিকটবর্তী দয়ানটপুর গ্রামে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। সেই সময় অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমোচ্ছিলেন। ফলে আগুন লাগার বিষয়টি বুঝতেই অনেকের বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখায় বাসটি পুড়ে যায়, এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জন যাত্রীর।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগুন লাগার কারণ অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। নিহতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেপালে বন্যায় নিখোঁজ ৪৬৫৫, তিন মাসেও অমিলে মৃত ঘোষণার প্রস্তুতি

কাঠমান্ডু, ২৪ সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ বন্যায় নিখোঁজ ব্যক্তিদের তিন মাসের মধ্যে সন্ধান না মিললে তাঁদের মৃত ঘোষণা করে মৃত্যু নথিভুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে নেপাল সরকার। নেপাল পুলিশের মুখপাত্র তথা ডিআইজি অবিনারায়ণ কাফলে জানিয়েছেন, বন্যার পর এখনও ৪৬৫৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের সন্ধানে অভিযান চলছে।

সরকার 'বিপদ সম্পর্কিত কিছু নেপাল আইন সংশোধন সংক্রান্ত আইন, ২০৮৩'-এর মাধ্যমে এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়েছে। প্রস্তাবিত আইন দ্রুত কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ বিধান করা হবে। বিপদ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০৭৪ সংশোধন করে ৩৩(ক) ধারা যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। এতে ভয়াবহ দুর্যোগে মৃত ব্যক্তিদের দেহের সন্ধান, সংরক্ষণ এবং পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া নির্ধারণের ব্যবস্থা থাকবে।

উদ্ধার ১৪৩৬ দেহ, শনাক্ত হয়নি ১২৯২

বুধবার পর্যন্ত ১৪৩৬টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৯২টি দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সেগুলি সমাধিস্থ করা হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এমন দেহগুলি পৃথক ব্যাগে প্যাক করে প্রয়োজনীয় বিবরণ-সহ সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরিচয় শনাক্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পরিজন সমাধিস্থ করা দেহ নিয়ে যেতে পারবেন।

এখনও পর্যন্ত ১২৮৬টি দেহ এবং ১৯৯৭ জন পরিজনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিআইজি কাফলের মতে, এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত নমুনার প্রায় অর্ধেকের পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। সরকারের প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, দুর্যোগের পর তিন মাস ধরে অনুসন্ধান চালানোর পরও কোনও ব্যক্তির সন্ধান না মিললে তাঁকে মৃত বলে ধরে মৃত্যু নথিভুক্ত করা যাবে। নিখোঁজদের পরিবারকে ত্রাণ দেওয়ার বিষয়েও আইনে স্পষ্ট ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিন মাস পর তাঁদেরও অন্যান্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের মতো সরকারি ত্রাণ দেওয়ার বিধান রাখা হবে।

ভোটেকোশি তিন মাসের জন্য দুর্যোগকবলিত

ভোটেকোশি অঞ্চলকে সরকার তিন মাসের জন্য দুর্যোগকবলিত এলাকা ঘোষণা করেছে। এই সময় অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলবে। এরপরও কোনও নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান না-মিললে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যু নথিভুক্ত করা যাবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং নিবন্ধন আইনেও পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বন্যায় কোনও কোনও পরিবারের সমস্ত সদস্য নিখোঁজ হওয়ায় তাঁদের মৃত্যু নথিভুক্তির তথ্য কে দেবেন, তা নিয়েও নতুন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তির কোনও অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী না থাকলে স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান অথবা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড চেয়ারম্যানের দেওয়া তথ্য সরকারি তথ্য হিসেবে গণ্য হবে। বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রে নেপালে অবস্থিত অথবা নেপালের কাছে স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস বা কূটনৈতিক মিশন তথ্য দিতে পারবে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বলা হয়েছে, দুর্যোগের পর নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান চালানোর পরও তাঁর খোঁজ না-মিললে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা অথবা যে স্থানীয় প্রশাসনিক এলাকায় ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার নিবন্ধন আধিকারিকের দফতরে মৃত্যু নথিভুক্তির তথ্য দেওয়া যাবে। দুর্যোগকবলিত এলাকা ঘোষণার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অথবা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পর এই তথ্য দেওয়া যাবে।

মৃত্যু নথিভুক্তির জন্য নিখোঁজ ব্যক্তির নাগরিকত্বের শংসাপত্রের কপি এবং তথ্য প্রদানকারীর নাগরিকত্বের কপি প্রয়োজন হবে। বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি এবং তথ্য প্রদানকারীর পাসপোর্ট, ভিসা এবং ঘটনাস্থলের স্থানীয় প্রশাসনের সুপারিশ প্রয়োজন হবে। দূতাবাস বা কূটনৈতিক মিশন তথ্য দিলে তাদের সুপারিশপত্রও প্রয়োজন হবে।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে চারটি পিস্তল ও গোলাবারুদ উদ্ধার

তারন তারান, ২৪ সেপ্টেম্বর: ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে খেমকরণ এলাকার রাতোক ভূপ গ্রামে একটি যৌথ অভিযানে বিএসএফ এবং পঞ্জাব পুলিশ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। একটি মাঠ থেকে পাওয়া সন্দেহজনক প্যাকেট থেকে চারটি পিস্তল, আটটি ম্যাগাজিন এবং ১০টি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

বিএসএফের তথ্য অনুযায়ী, ১৪৮তম ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ড্যান্ট এমএস জৌ রাতে তার দল নিয়ে সীমান্ত এলাকায় টহল দেওয়ার সময় রাতোক ভূপ গ্রামের একটি মাঠে হলুদ টেপে মোড়ানো একটি পরিত্যক্ত প্যাকেট দেখতে পান। নিরাপত্তা বাহিনী সাবধানে প্যাকেটটি পরীক্ষা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খুঁজে পায়। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মধ্যে ছিল তুরস্কের তৈরি তিনটি ৩০ বোরের জিগনা পিস্তল এবং চিনের তৈরি একটি ৩০ বোরের পিস্তল, আটটি ম্যাগাজিন এবং ১০টি তাজা কার্তুজ। খবর পেয়ে খেমকরণ পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো নিজেদের হেফাজতে নেয়।

স্টেশন হাউস অফিসার কানওয়ালজিৎ রাইয়ের মতে, এই ঘটনায় অস্ত্র আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

ময়দান

দলবদল ঘিরে বিতর্ক, এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতেও ক্ষোভ ভারতীয় রোয়ারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসে ভারতের রোয়িং দল পদক জিতলেও শেষ মুহূর্তে দল ও ইভেন্টের সমন্বয় বদল ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পুরুষদের ডবল স্কালসে ব্রোঞ্জ জেতা সাতনাম সিং ও সলমন খান জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার ঠিক আগে দলবদলের সিদ্ধান্ত তাঁদের প্রস্তুতি এবং পদকের সম্ভাবনায় প্রভাব ফেলেছিল। এমনকি অংশ নিতে অস্বীকার করলে তাঁদের 'দেশবিরোধী' বলা হতে পারে, এই আশঙ্কাও ছিল বলে দাবি সাতনামের।

ঘটনার সূত্রপাত আবহাওয়াজনিত সমস্যায়। টাইফুনের প্রভাবে রোয়িংয়ের সূচি চার দিন থেকে কমিয়ে দু'দিন করা হয়। ফলে ভারতীয় দলের কোচেরা বিভিন্ন ইভেন্টে খেলোয়াড়দের নতুন করে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেন। একক স্কালসে নামার কথা ছিল অরবিন্দ সিংয়ের, তাঁকে পাঠানো হয় চারজনের দলে। অন্যদিকে বালরাজ পানওয়ারকে চারজনের দল থেকে সরিয়ে একক স্কালসে নামানো হয়।

পুরুষদের পেয়ার ইভেন্টেও বদল আসে। সৌরভ কুমার ও বিপুল সতীশের জায়গায় নীতিন কুমার ও যশবিন্দর সিংকে নেওয়ার পরিকল্পনা হয়। রিজার্ভ তালিকায় থাকা জসমাইল সিংকেও চারজনের দলে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ডাবল স্কালস থেকে নবদীপ সিং ও কুলবিন্দর সিংকে সরিয়ে চারজনের দলে পাঠানো হয়।

শেষ মুহূর্তের এই পরিবর্তনে দলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। এক রোয়ারের দাবি, কয়েকজন খেলোয়াড় এতটাই মানসিক চাপে ছিলেন যে তাঁরা খাওয়াদাওয়াও করেননি। দলের পরিস্থিতি নিয়ে এক আধিকারিকও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, রোয়িং ফেডারেশনের সভাপতি বালাজি মারাদাপার বক্তব্য, সূচি বদলে যাওয়ার পর দলের স্বার্থেই কোচেরা নতুন সমন্বয় তৈরি করেছিলেন। তাঁর দাবি, প্রাক্তন এক কোচ খেলোয়াড়দের প্রভাবিত করছিলেন।

তবে ফেডারেশনের ব্যাখ্যায় বিতর্ক থামেনি। সাতনাম ও সলমনের মতে, শেষ মুহূর্তের পরিবর্তন তাঁদের সোনার পদকের লড়াইয়ে প্রভাব ফেলেছে। ফলে ব্রোঞ্জ জয়ের সাফল্যের মধ্যেও রয়ে গিয়েছে আক্ষেপ, যে সুযোগ হয়তো আরও বড় পদক এনে দিতে পারত, তা কি শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তেই হাতছাড়া হল?

কাস্টমসকে হারিয়ে শিল্ডে ইস্টবেঙ্গলের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই আইএসএল ও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু। তাই আইএফএ শিল্ডে বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে ঝুঁকি না নিয়ে দেশীয় ব্রিগেডের ওপরই ভরসা রাখল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার কাদামাখা মাঠে কলকাতা কাস্টমসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতায় জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল লাল-হলুদ। বৃষ্টিতে ভারী হয়ে থাকা মাঠে শুরু থেকেই অবশ্য স্বস্তিতে ছিল না ইস্টবেঙ্গল। বরং ১২ মিনিটে রানা ঘরামির গোলে এগিয়ে যায় কাস্টমস। গোল খেয়ে চাপে পড়লেও ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরতে শুরু করে লাল-হলুদ। ২৯ মিনিটে বরিসের কর্নার থেকে মাথা ছুঁইয়ে সমতা ফেরান রোহিত কুমার। প্রথমার্ধে কাদামাঠে পাসিং ও গতি বারবার ব্যাহত হলেও গোলরক্ষক গৌরব সাউ একাধিকবার দলকে বিপদ থেকে বাঁচান।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Sabnam Khatun,** Father's Name - **Shek Anwar**, of Loharpara, Near Madrasha, Ward No. 16, PS - Purulia Town, Dist - Purulia, WB, Who has been missing since 03.07.2026, at about 04.05 hrs, Residential area under Loharpara, Near Madrasha, Ward No. 16, Description of this Missing person is: **Age** - 16 Years (Approx), **Height** - 4 Feet 3 Inch (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing** - Maroon Saree, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1456(3)/2026

DUBRAJPUR PANCHAYAT SAMITI
DUBRAJPUR : BIRBHUM

Abridged Notice Inviting Tender

1. Tender Notice No-09/DPS/2026 (15th FC,3rd CALL)
Memo No-489/DPS/2026 Dated-21/09/2026
2. NOQ No-10/DPS/2026(CRS 2025-26)
MemoNo-491/DPS/2026 Dated-23/09/2026

Executive Officer, Dubrajpur Panchayat Samiti invites Tenders for 1(One) no of work closed on 29.09.2026 at 06.55 PM and 1(one) no of NOQ closed on 01/10/2026 at 6.55 P. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in

Sd/-Executive Officer
Dubrajpur Panchayat Samiti ,Birbhum

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo **No:- (1) BM/PWD/E-N|T/3875/(1-2) (1st CALL) Date:- 23/09/2O26 Tender ID:- 2026_MAD_1042755_1 to 2026_MAD_1042755_2**

Important Dates:
Bid Submission Start Date (online) **25/09/2026 & 11:00 am**
Bid Submission Closing Date (online) **08/10/2026 & 5:00 am**
Bid Opening Date (Technical) (online): **12/10/2026** & 11:00 am
Details may be obtained from the Municipal office Notice Board and the following website: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**

Administrator
Bhadreswar Municipality

Memo No:- 264(3)/HD/ICA/Advt. Date- 24-09-2026

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo **No:- (1) BM/PWD/E-NIT/33571/(1-2) (3rd CALL) Date:- 23/09/2O26 Tender ID:- 2026_MAD_1042741_1 to 2026_MAD_1042741_2**

Important Dates:
Bid Submission Start Date (online) **25/09/2026 & 11:00 am**
Bid Submission Closing Date (online) **01/10/2026 & 11:00 pm**
Bid Opening Date (Technical) (online): **03/10/2026** & **12:00 am**
Details may be obtained from the Municipal office Notice Board and the following website: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**

Administrator
Bhadreswar Municipality

Memo No:- 265(3)/HD/ICA/Advt. Date- 24-09-2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited by the Administrator, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Pgs. for the following works under Garulia Municipality.

e-NIT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-03/2026-27
Date: 24-09-2026
Name of Work: Estimate for restoration of Concrete Road (20 Nos.) in different Wards under Garulia Municipality.

e-NIT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-04/2026-27
Date: 24-09-2026
Name of Work: Estimate for restoration of Paver Block Road (7 Nos.) in different Wards under Garulia Municipality.

e-NIT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-05/2026-27
Date: 23-09-2026
Name of Work: Estimate for restoration of Concrete Road (18 Nos.) in different Wards under Garulia Municipality.

e-NIT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-06/2026-27
Date: 23-09-2026
Name of Work: Estimate for restoration of Paver Block Road (11 Nos.) in different Wards under Garulia Municipality.

Start date of Bid Submission: **25-09-2026 6-30 p.m.** Bid Submission End Date: **09-10-2026 6-30 p.m.** Details information will be available in **http://tenders.wb.gov.in.**

Sd/- **Sri Sanjib Sen, Administrator**
Garulia Municipality

Notice Inviting e-Tender

Open Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality from bonafied suppliers for the followings:

Tender Reference No.: 1321/NBM/Store (2026_MAD_5075153_1
Date: 24.09.2026
Sub.: Procurement of Electrical packets

Last date of submission of tender: **03.10.2026 within 6 PM.** For details see **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia

Quotation Notice

Due to some unavoidable circumstances, two (02) corrigendums have been published for **Tender Ref. Nos.:-WBMAD/CM/WS/TWRep/NIQ-9/26-27, Tender Id: 2026_MAD_5020262_1** & **WBMAD/CM/TWWork/NIT-4_2nd/26-27, Tender Id: 2026_MAD_5020293_1.** For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Administrator
Chakdaha Municipality

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
SERAMPORE MUNICIPALITY
1, N.S. Avenue, Serampore, Dist. Hooghly, West Bengal, PIN-712201

Notice inviting e-Tender

e-Tenders are invited from experienced and resourceful bidders vide **tender no.: WBMAD/ULB/SRMP/NIT-01/2026-27(2nd call)-**3no. tenders; **WBMAD/ULB/SRMP/NIT-02/2026-27(2nd call)-**2no. tenders; **WBMAD/ULB/SRMP/NIT-03/2026-27(2nd call)-**5no. tenders; for total 10no. road repairing works under DMA fund within Serampore Municipality. Bid submission end date **09.10.2026 up to 14:00 Hours.** For details of the project go through **www.wbtenders.gov.in** and **www.seramporemunicipality.com.**

Sd/-
Executive Officer,
Serampore Municipality.

e-Tender Notice

The Administrator, Dankuni Municipality, invites Tender for Supply, Delivery, Erection & Commisioning of Octagonal High Mast Tower and LED Light System With Duel Channel 24 Hr./Twilight Timer Operation For MPLADS/BEUP Scheme at Kharial Bazar at Ward No-02, Dankuni Masjid Ward No-04, Gobra bishohari Pukur Par at Ward No-05, Himnagar Ward No-11, Kalipur Udayan Club More under Ward No. 18, Kalipur Koley Para More & Kalipur Sporting Club More in Ward No. 19 within Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WB/DKM/Admin/e-NIT-32/2026-27 (SL No-01 to 04), WB/DKM/Admin/e-NIT-33/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-34/2026-27** & **WB/DKM/Admin/e-NIT-35/2026-27.** Bid Submission Closing Date (Online)- **03/10/2026.** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/250/26-27 Dated 23.09.2026	Construction of Concrete Road from Aloke Mondal to Bablu Baidya House at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,60,320.00
WBMAD/ULB/RSM/251/26-27 Dated 23.09.2026	Construction of Concrete Road from Charak Math to Debasis Das House and Charak Math to Bula Chattarjee House at Ghasiara Purbopara in Ward No. - 11 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs.4,88,903.00
WBMAD/ULB/RSM/253/26-27 Dated 23.09.2026	REPAIRING & RESTORATION OF DAMAGE ROAD AT INFRONT OF SATKARI HIGH SCHOOL , CHAKRABORTY PARA ROAD & BATH TALA TO DIGHIR PAR IN WARD NO - 22 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.3,91,474.00
WBMAD/ULB/RSM/254/26-27 Dated 23.09.2026	Construction of Concrete Road at K.C. Dutta road, Kumar para road and Upen Mitra road at Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,86,152.00
WBMAD/ULB/RSM/255/26-27 Dated 23.09.2026	Construction of Surface Drain at Kumar Para road , New Nandan & Acharja Debendra Road at Ward No- 17 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.4,75,368.00

Bid Submission end date: **03.10.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas

NIT

Tender No.: KDHM/12/CON/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1042916_1, Categories of Work: Supply of Tri Cycle Van Bucket. Last date of Submission of Tender **05.10.2026,** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

An E-tender for SUPPLYING & INSTALLATION OF FURNITURE, COMPUTER TABLES, AIR CONDITIONER AT NEWLY ALLOTED NIC OFFICE ALIPORE has been, floated with Tender 2026_DMSP_5019639_1 vide memo no. **1523/NZ DT. 24.09.2026 QSF/NZ-02/37.** For details, please visit **www.s24pgs.gov.in** & **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
(Manjeet Kumar Yadav, IAS)
Addl. District Magistrate
(Gen.) South 24-Parganas, Alipore

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/252/26-27 Dated 23.09.2026	Construction of Concrete Road from Jalajoge Misthanno Bhandar Godown to Utpal Mondal House at A.P.Nagar Paschim in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,41,582.00
WBMAD/ULB/RSM/256/26-27 Dated 23.09.2026	Construction of 2nos. Of Culvert & Surface Drain at Deshopriya Block near House of Sudhir Bhowmic & Bibekananda Block near Kali Mandir in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,88,430.00
WBMAD/ULB/RSM/257/26-27 Dated 23.09.2026	Upgradation of W.B.M Road & Construction of Surface Drain at Subhas Block Shanti Appartment in WARD NO - 23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.7,50,983.00

Bid Submission end date: **03.10.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Date Corrigendum Notice

e-NIT-06 of 2026-27 of Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate, Tender I.D. is 2026_HSD_5020537_1. Bid submission closing date (online) will be 05.10.2026 Up to 3.00 P.M. For Details please visit https://tenders.wb.gov.in or contact in the Office of The Executive Engineer in any working day. S/D - Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate.

ICA- T18172(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-60/2026-27 (2nd Call); Tender ID- 2026_WBPWD_5022774_1 is hereby extended up to 03/10/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01

ICA- T18182(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to participation no nos of bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no: WBPWD/AE-NSESD/NIQ-91/2026-27 Tender ID : 2026_WBPWD_50232028_1 is hereby further extended up to 01-Oct-2026 upto 1:00 P.M. Website: **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T18213(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Corrigendum Notice

eNIT No:- WBHD/EE/ED-1/eNIT-03 (3rd call)/ 2026-27, Tender id- 2026_HSD_5022749_1, Name of work:-"SITC of 6 Passenger Lift including allied El work at Community Hall of Akanksha Housing Complex under South Kolkata Electrical Section -I, HD. --- El Work."..". "**Bid Submission end date as Published: 18.09.2026 up to 12 P.M, Bid Submission end date to be read as: 28.09.2026 up to 12 P.M"**& "**Tender opening date as Published: 21.09.2026 up to 12 P.M, Tender opening date to be read as: 30.09.2026 up to 12 P.M"**, Website-tenders.wb.gov.in, Tender Location- Newtown, Kolkata-700157.Tender details may be obtained from Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. I, Housing Directorate, New Secretariat Building, "B", Block Room No.1 Ground Floor 1,K.S Roy Road, Kolkata–700001 on all office days during office hours.

ICA- T18177(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to participation 1 (One) no. of bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no : WBPWD/AE-NSESD/NIt-86/2026-27 Tender ID : 2026_WBPWD_5022943_1 is hereby further extended up to 01-Oct-2026 upto 1:00 P.M. Website: **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub - Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T18214(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. KMDA/EM/EE/ED-II/NIT-22/2026-27 (2nd Call)

Online tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-II, EM Sector, KMDA, 2nd floor, Block-D, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible OEM/Authorized Dealer of OEM Firms, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** SITC of 2nos 2TR Hi-Wall Split AC machine at Right Front Room of HQ Finance, G Block, 3rd floor of Unnayan Bhavan., Rs.1,50,247/-, Rs.3,005/- (Initial), 10 days from the date of firm order, **Last date & time of online tender submission:** 29.09.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-538)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18195(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Corrigendum Notice

eNIQ No:- WBHD/EE/ED-1/eNIQ-10/2026-27, Tender id- 2026_HSD_5023517_1, Name of work:-"Annual comprehensive servicing and preventive maintenance for 5 nos. 5-Passenger (G+4) Semi-Automatic Lifts installed at HIG Housing Estate at 28/1A Gariahat Road, Kolkata-700029 on all working days including Saturday, Sunday & Govt. Holidays for 12 (Twelve) months". "**Bid Submission end date as Published: 21.09.2026 up to 12 P.M, Bid Submission end date to be read as: 28.09.2026 up to 12 P.M"**& "**Tender opening date as Published: 23.09.2026 up to 12 P.M, Tender opening date to be read as: 30.09.2026 up to 12 P.M"**, Website-tenders.wb.gov.in, Tender Location-Kolkata, Kolkata-700029. Tender details may be obtained from Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. I, Housing Directorate, New Secretariat Building, "B", Block Room No.1 Ground Floor 1,K.S Roy Road, Kolkata–700001 on all office days during office hours.

ICA- T18175(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

সিরিয়ালের সংসার

দেবব্রত দত্ত

আমাদের পাড়ায় দু'টি জিনিস খুব বিখ্যাত, এক, নন্দলাল কাকুর চা, দুই, বীণাদি'র টিভি সিরিয়াল-প্রীতি। তবে দ্বিতীয়টার প্রভাব প্রথমটার চেয়েও মারাত্মক। কারণ নন্দলাল কাকুর চা খেলে শুধু অ্যাসিডিটি হয়, কিন্তু বীণাদি'র সিরিয়াল-প্রেমে পড়লে পুরো পরিবারই নাটকে ঢুকে যায়! বীণাদি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সিরিয়াল দেখেন। মানে, একটাও এপিসোড মিস করা যাবে না। তিনি বলেন, 'জীবনে অনেক কিছু মিস করেছি, কিন্তু 'সপ্তসুরের সিঁড়ি' আর 'শাশুড়ির ষড়যন্ত্র';এগুলো আমি মরলেও মিস করব না।'

তার স্বামী হরিপদবাবু একদিন সাহস করে বলেছিলেন, 'তুমি যদি একটু কম সিরিয়াল দেখতে, তাহলে বাড়ির কাজগুলো একটু...'। বীণাদি সঙ্গে সঙ্গে চশমা নামিয়ে বললেন, তএই কথা তুমি কাকে বলছো জানো? আমি কিন্তু 'মহাশক্তির মায়া' সিরিয়ালের ৫০০ এপিসোড দেখেছি। সেখানে স্বামীরা এমন কথা বললে তাদের পরিণতি খুব খারাপ হয়!'

সেই থেকে হরিপদবাবু চুপ।

সমস্যা শুরু হল যেদিন বীণাদি ঠিক করলেন;তার জীবনটা একটু 'সিরিয়ালময়' করা দরকার।

প্রথমেই তিনি নিজের নাম বদলে ফেললেন। বললেন, 'বীণা নামটা খুব সাধারণ। আজ থেকে আমার নাম 'বীণাশ্রী

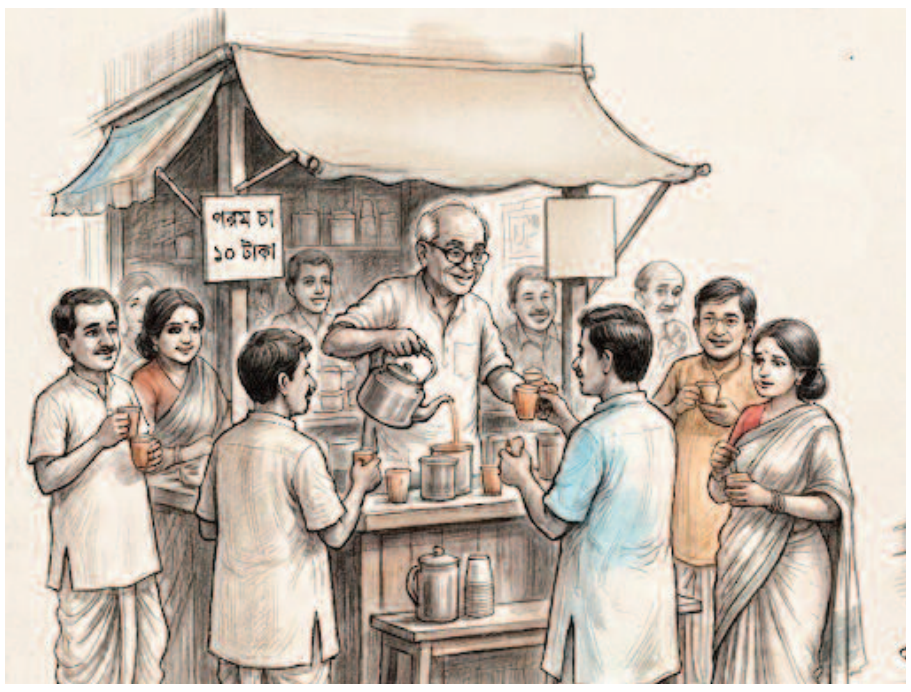

শারদীয় গল্প

দেবী'।' ছেলে পিন্টুকে ডাকলেন, 'শোন, আজ থেকে তুমি পিন্টু নয়; 'অভিষেক রায়চৌধুরী'।'

পিন্টু হতভম্ব, 'মা, আমি তো স্কুলে এই নাম বললে স্যার আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দেবেন!'

'চুপ! সিরিয়ালের নায়কদের নামই এ রকম হয়!'

হরিপদবাবুর নামও বদলে গেল; 'হরিপদ' থেকে 'হৃদয়েশ্বর'।

হরিপদবাবু প্রতিবাদ করতেই বীণাশ্রী দেবী বললেন, 'এই নামেই তোমাকে বেশি মানায়। আর একটু গম্ভীর হয়ে

কথা বলো, যেন তুমি অনেক বড় ব্যবসায়ী।'

পরের দিন অফিসে গিয়ে হরিপদবাবু ভুল করে নিজের নাম বললেন 'হৃদয়েশ্বর চক্রবর্তী'।

বস বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

হরিপদবাবু বললেন, 'স্যার, একটু সিরিয়াল দেখার সাইড এফেক্ট।'

বীণাশ্রী দেবীর সিরিয়াল-প্রীতির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ল রান্নাঘরে।

একদিন তিনি রান্না করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই ডালটা আমিবানাচ্ছি না। কারণ এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে!'

হরিপদবাবু বললেন, 'ডালের মধ্যে ষড়যন্ত্র?'

'হ্যাঁ! এই ডালটা যে ডাল, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। এটা হয়তো অন্য কিছু!'

পিন্টু বলল, 'মা, তুমি কি সিরিয়াল বন্ধ করতে পারো?' 'না! তুমি বুঝবে না, এই ডালের পিছনে একটা গভীর রহস্য আছে!'

শেষমেশ দেখা গেল, ডালটা আসলে আগের দিনের। পাড়ার লোকজনও বিরক্ত হতে শুরু করল। কারণ বীণাশ্রী দেবী শুধু নিজের বাড়িতে নয়, অন্যের বাড়িতেও সিরিয়ালের প্রভাব ছড়াতে লাগলেন। একদিন তিনি পাশের বাড়ির সুমিতা কাকিমাকে বললেন, 'তুমি জানো, তোমার স্বামী কিন্তু তোমাকে কিছু লুকোচ্ছে!'

সুমিতা কাকিমা আঁতকে উঠলেন, 'কি বলছো!'

'আমি সিরিয়ালে দেখেছি, যখন স্বামী হঠাৎ চুপচাপ থাকে, তখন নিশ্চয়ই কিছু লুকোচ্ছে!'

সেই থেকে সুমিতা কাকিমা তার স্বামীকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। একদিন বেচারা স্বামী অফিস থেকে একটু দেরি করে ফিরতেই কাকিমা চেঁচিয়ে বললেন, 'বলো, কোথায় ছিলে? কার সাথে ছিলে?' লোকটা বলল, 'আমি তো শুধু বাস মিস করেছিলাম!'

'মিথ্যে! আমি সব জানি! সিরিয়ালে এমনই হয়!'

সবচেয়ে বড় বিপদ ঘটল পাড়ার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। বীণাশ্রী দেবী ঠিক করলেন, তিনি একটা নাটক করবেন;পুরোটাই সিরিয়াল স্টাইলে। নাটকের নাম দিলেন; 'অপরাজেয় অশ্রু'। নাটকের স্ক্রিপ্ট এমন যে, প্রথম দৃশ্যেই তিনবার অজ্ঞান হওয়া, চারবার চড় মারা, আর পাঁচবার 'আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না!' বলা। হরিপদবাবুকে নায়ক বানানো হল।

তিনি বললেন, 'আমি তো কখনও অভিনয় করিনি!'

'তাই তো তোমাকে বেছে নিয়েছি। সিরিয়ালের নায়কেরাও প্রথমে কিছু পারে না!'

নাটকের দিন; প্রথম দৃশ্যে হরিপদবাবু ডায়লগ ভুলে গিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে... আমি তোমাকে...'

বীণাশ্রী দেবী পিছন থেকে চেঁচালেন, 'ভালোবাসি বলো!'

হরিপদবাবু বললেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

পাশ থেকে আরেক অভিনেতা বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমার ভাই!'

সবাই হেসে গড়াগড়ি।

তারপর বীণাশ্রী দেবী নিজে স্টেজে উঠে এসে বললেন, 'এই নাটকে সম্পর্কগুলো একটু জটিল!'

নাটকের মাঝখানে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। বীণাশ্রী দেবী বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই কারও ষড়যন্ত্র! আমাদের নাটক বন্ধ করার চেষ্টা!'

পাড়ার লোকজন বলল, 'লোডশেডিং হয়েছে!'

'না! এটা ষড়যন্ত্র!'

শেষমেশ টর্চ জ্বালিয়ে নাটক চালানো হল। টর্চের আলোয় হরিপদবাবুর মুখ এমন লাগছিল, যেন তিনি ভূতের চরিত্র করছেন। এরপর এল ক্লাইম্যাক্স; নাটকের শেষে বীণাশ্রী দেবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এই সংসার আমি আর রাখতে পারব না!'

হরিপদবাবু বললেন, 'কেন?'

'কারণ তুমি আমাকে সত্যি কথা বলোনি!'

'কি সত্যি কথা?'

'তুমি গতকাল দু'-কাপ চা খেয়েছিলে!'

পাড়ার সবাই চিৎকার করে হেসে উঠল। এই ঘটনার পর পাড়ার সবাই মিলে একটা মিটিং করল। ঠিক হল;বীণাশ্রী দেবীকে সিরিয়াল থেকে একটু দূরে রাখতে হবে।

হরিপদবাবু সাহস করে বললেন, 'চলো আমরা একদিন টিভি ছাড়া থাকি।'

বীণাশ্রী দেবী বললেন, 'কি! টিভি ছাড়া? এটা অসম্ভব!'

পিন্টু বলল, 'মা, আমরা সবাই একসাথে গল্প করব, খেলব...'

বীণাশ্রী দেবী একটু ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে, একদিন চেষ্টা করা যায়।'

সেই দিন; বাড়িতে টিভি বন্ধ। প্রথম এক ঘণ্টা বীণাশ্রী দেবী বারবার রিমোট খুঁজছিলেন। দ্বিতীয় ঘণ্টায় তিনি জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই লোকটা সন্দেহজনক!'

পিন্টু বলল, 'ও তো পোস্টম্যান!'

তৃতীয় ঘণ্টায় তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, এই বাড়িতে কিছু একটা রহস্য আছে!'

হরিপদবাবু বললেন, 'রহস্য নয়, এটা তোমার অভ্যাস!'

কিন্তু ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন এল। বীণাশ্রী দেবী বুঝতে পারলেন;বাস্তব জীবনটা সিরিয়ালের মতো নয়, কিন্তু তাতে হাসি আছে, মজা আছে। তিনি আবার নিজের পুরনো নাম ফিরে পেলেন;'বীণা'।

হরিপদবাবুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

পিন্টু বলল, 'মা, এখন তুমি আবার সিরিয়াল দেখবে?' বীণা হেসে বললেন, 'দেখব, কিন্তু এখন আর সিরিয়াল আমাকে চালাবে না;আমি সিরিয়ালকে চালাবো!' তবে একটা জিনিস এখনও বদলায়নি; প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন সিরিয়াল শুরু হয়, তখন বীণা চা হাতে বসে পড়েন।

আর হরিপদবাবু চুপচাপ পাশে বসে থাকেন। কারণ তিনি জানেন; 'সিরিয়ালের নায়িকা বদলাতে পারে, কিন্তু বাড়ির নায়িকা কখনও বদলায় না!'

সাগর শিল্পী পরিমল মাইতি

প্রদীপ মারিক

সাগরদ্বীপ পৌরাণিক ঐতিহাসিক দিক থেকে পুণ্যার্থীদের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে ও প্রানের স্পন্দন। পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে আমরা কম বেশি সবাই জানি কেন মা গঙ্গা এই সাগরকেই বেছে নিলেন তার পবিত্র স্রোতস্বিনী রূপকে মোহনায় বিলীন করতে। তাই গঙ্গাসাগরে যে কেউ যদি একবারটি আসেন তারা যদি সত্যি অন্তর থেকে প্রকৃতিকে ভালোবাসেন তাহলে তাদেরকে অন্তত এক সপ্তাহ থেকে যেতে হবে। মনে হবে না মোবাইল দেখি, মনে হবেনা টিভি দেখি, শুধু চেয়ে থাকি অনাবিল প্রকৃতির দিকে। কি সৌন্দর্য্য কি অপরূপ মেঘবালিকার দল। দুর্গাপূজায় সাগরদ্বীপ সেজে ওঠে আন্তরিক সাবেকিয়ানা এবং বনেদিয়ানায়। সাগর শিল্পী পরিমল মাইতি তার শিল্পকালায় ফুটিয়ে তোলেন সাগরদ্বীপের দুর্গামণ্ডপ গুলো। এই বছর তার হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠবে অপারেশন সিঁদুর। পরিমল মাইতির জন্ম সাগর দ্বীপেই। তিনি ২৫-৩০ বছর এই পেশায় নিযুক্ত। তিনি ঠাকুর গড়ার কাজ যখন শুরু করেন তখন তিনি ৭ টাকা রোজ পেতেন। সাগরদ্বীপ থেকে সুদূর কালীঘাট থেকে বিচুলি এনে তিনি ঠাকুর তৈরি করতেন। শিল্পী পরিমল মাইতি কুমারটুলির সুদীপ পাল এর কাছে কাজ থেকে ঠাকুর তৈরী করার কাজ শিখেছেন। কেবল মৃৎশিল্প হিসাবে নয় তার আর্ট এর খ্যাতি সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, নামখানা ছাড়িয়ে সুদূর কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। শিল্পী পরিমল মাইতি মনে করেন এই শিল্প কলা কাজের জন্য গুরু রবিন দাসের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। সাগরে প্রথম থিম পুজো শুরু হয়েছিল পরিমল বাবুর হাত ধরে। পরিমল বাবুর হাতে মান্যতা পেয়েছে গাইসালের ট্রেন দুর্ঘটনা, সাগরে মিনি মার্কেট কালীপুজোয়। বাংলাদেশের যমুনা ব্রিজ করলেন আহল্যা ক্লাব এর দুর্গাপুজোয়। এর পর একটার পর থিম পুজো ছড়িয়ে গেল সাগরদ্বীপে তার হাত ধরেই। উড়িষ্যার বন্যার থিম করলেন বিশ্বকর্মা পুজো ভুতোল পরিবহন কচুবেরিয়া। চিত্ত মোড় বাজার সাগর দ্বীপ বাসন্তী পুজোর থিম ছিল আন্দামানের সুনামি। করমণ্ডল ট্রেন দুর্ঘটনা ফুটিয়ে তুললেন জয়গুরু আশ্রম মোড়, দুর্গাপুজো কমিটি কচুবেরিয়ায়, বিশ্বকর্মা পূজা সাগর বামনখালীতে শিল্পী ফুটিয়ে তুললেন কেরলের বন্যা, এক প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মহিলাকে উদ্ধার করল সেবাহিনীর হেলিকপ্টার এবং সেই মহিলা হসপিটালে গিয়ে সন্তান প্রসব করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী যে কতটাই তৎপর সেই কথাই শিল্পী তার শিল্প কলায় ফুটিয়ে তুলেছেন, পরিমল বাবু ফুটিয়ে তুলেছেন তার শিল্পকলায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগন। পরিমল বাবু পেয়েছেন একাধিক শারদ সম্মান। শিল্পী শারদ সম্মানের থেকেও নিজের শিল্পকর্ম সাগরবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতেই বেশি আগ্রহী। শহর শহরতলীর দুর্গাপুজোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না গিয়েও আন্তরিকতায় সাগরদ্বীপের দুর্গাপুজো আপামর বঙ্গবাসীর নজর করবেই, এ কথা বর্তমান সাগরদ্বীপবাসী হিসাবে আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি। এই বছর সাগরদ্বীপের দুর্গাপুজো নজির গড়বেই। সাগরের কচুবেরিয়া বাস স্ট্যান্ড, জয়গুরু আশ্রম মোড়, মুড়িগঙ্গা শীল পাড়া দুর্গাপুজো , কোম্পানির ছাড় দুর্গাপুজো, বামনখালী দুর্গাপুজো, মন্দিরতলা চক ফুলডুবি , মহেন্দ্রগঞ্জ প্রাইমারি স্কুল মাঠ, চিত্ত মোড় দুর্গাপুজো কমিটি, হরিনবাড়ি, সাগর থানা দুর্গাপুজো, রুদ্রনগর অহল্যা ক্লাব, চৌরঙ্গী , দিগম্বরী , বাগবাজার, শ্রীধাম দুর্গাপুজো, কায়লাপাড়া দুর্গাপুজো, দক্ষিণ হারাধনপুরের সার্বজনীন পুজো গুলো। এ ছাড়াও হরিনবাড়ি দত্তদের বাড়ির পুজো ঐতিহ্যের নিশান হয়ে রয়েছে। এই বছর দুর্গাপুজায় সাগরদ্বীপ বাসীদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ রইলো সমস্ত বঙ্গবাসীদের প্রতি, রাত জাগা প্রকৃতির নির্জনতায় দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন এই সাগরদ্বীপেই ঘুরে যান নিশ্চই পাবেন মন প্রাণের অনেক শান্তি।

এক নদী দুই পাড়

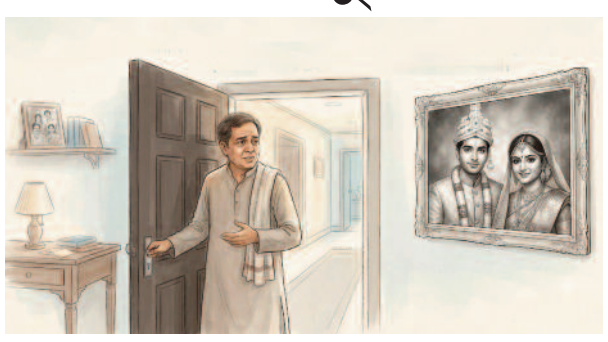

প্রদীপ্ত চৌধুরী

মানুষের জীবনে কত রকম ঘটনাই যে ঘটে।

এই শতকের গোড়ার দিকের কথা। এই বাংলার এক বিশিষ্ট গায়িকার দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে গেছি তাঁর গান-জীবন নিয়ে একটা লেখা লিখব বলে। কিন্তু তিনি তখন বার্ধক্যজনিত কারণে বেজায় অসুস্থ। কথা বলা তো দূরের কথা, দেখা করার মতো অবস্থাতেই নেই। কথা হবে তাঁর ছেলের সঙ্গে। ধরা যাক, তাঁর নাম আবেশ।

মহিলা প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁর চেয়েও বিখ্যাত এক গায়ক এবং সুরকার। যখন তাঁদের বিয়ে হয় তখন মহিলার ছেলের বয়স ছিল মাত্র চার বছর। তাঁর সঙ্গেই আমার কথা বলার কথা। তিনিই আজকের মাঝবয়সি আবেশবাবু।

তিনিই দরজা খুললেন। এবং প্রথমেই মায়ের শরীরের অবস্থা জানিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করলেন। তারপর একটু সময় চেয়ে নিয়ে চলে গেলেন ভেতরের ঘরে। ততক্ষণে আমার চোখ গিয়ে পড়েছে ঠিক উল্টোদিকের দেওয়ালে। সেখানে ঝুলছে এক নবদম্পতির খুব সুন্দর একটা সাদা-কালো ছবি। সম্ভবত বিয়ের দিনের ছবিই হবে। পাত্রটি যে আবেশবাবু, সেটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হল না। বেশ সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর। নববধূটিও বেশ সুন্দরী।

ঠিক এই সময় আবেশবাবু আবার ঘরে ঢুকে এলেন। তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুপ্রবেশ ঘটল আরেক মহিলার। তাঁকে অবশ্য ঠিক মহিলা বলা উচিত হবে না। অবশ্যই তিনি তরুণী। আবেশবাবুর মেয়েই সম্ভবত। সর্বাঙ্গ দিয়ে রং-রূপ যেন তাঁর ঠিকরে বেরোচ্ছে। দেওয়াল-ছবির দিকে আরেকবার চাইলাম। মায়ের মুখের সঙ্গে কিন্তু কোনও মিল খুঁজে পেলাম না। তরুণীর হাতে ছিল একটা সুদৃশ্য ট্রে। তাতে ছিল দু'-কাপ চা আর একটা বড় প্লেটে বেশ কিছুটা চানাচুর, বিস্কুট ইত্যাদি। আবেশবাবু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগেই ট্রে-টা নামিয়ে দু'-হাত জড়ো করে একটা নমস্কার ঠুকে তিনি আবার অন্দরে চলে গেলেন।

এরপর আবেশবাবু তাঁর মায়ের সংগীতজীবন নিয়ে অনেক না-জানা গল্প শোনালেন। সময় দিলেন বেশ কিছুক্ষণ। ভদ্রলোকের কথাবার্তা চমৎকার। গান খুব ভালোবাসেন। একসময় একটু-আধটু তবলা-টবলাও বাজিয়েছেন। পরে লেখাটা ছাপার অক্ষরে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সেদিন ওঁর বাড়ি থেকে বেরোনোর পরেই একটা ঘটনা ঘটল। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল আমার কলেজ-জীবনের খুব প্রিয় এক বন্ধুর সঙ্গে। সে খুব কাছেই থাকে। আবেশবাবুদের খুব ভালো করেই সে চেনে।

তার মুখেই আবেশবাবুর পরিবারের সেই অদ্ভুত গল্পটা সেদিন শুনেছিলাম। তার ভাষ্য অনুযায়ী, যে তরুণীকে সদ্য দেখে এলাম, তিনি আবেশবাবুর মেয়ে নন, দ্বিতীয় স্ত্রী! আবেশবাবুর নিজের একমাত্র মেয়ের প্রাণের বান্ধবী ছিল সে। আবেশবাবুর মায়ের কাছেই সে গান শিখত। আবেশবাবু তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার পরেই ঘটে গেছে সর্বনাশ। ভেঙে গেছে তাঁদের প্রথম সংসার। আইনি বিচ্ছেদ ঘটেছে স্ত্রীর (ছবিতে এঁকেই দেখেছিলাম) সঙ্গে। একমাত্র মেয়েও বাবা আর প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে চিরকালের মতো।

ঐতিহ্যমণ্ডিত মুখা শিল্প

সংস্কৃতি

শুভজিৎ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা জেলাগুলির মধ্যে একটি দক্ষিণ দিনাজপুর। এই জেলার অন্তর্গত কুশমন্ডি ব্লকের একটি গ্রাম মহিষবাথান।এক সময় সাধারণ একটি গ্রাম হিসেবেই পরিচিত ছিল ।কিন্তু আজ তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে জেলা, রাজ্য ও দেশের সীমানা পেরিয়ে। এই খ্যাতির মুল কারণ এখানকার মুখোশ এবং পোড়াবাঁশের শিল্প। লোক শিল্প একটি জাতির সংস্কৃতির দর্পণ। উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের লোকসংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহিষবাথানের কাঠের মুখোশ । একখণ্ড কাঠকে শিল্পীর হাতের নিখুঁত ছোঁয়ায় জীবন্ত করে তোলার এই ধারাটি আজ শুধু জেলা বা রাজ্য নয় আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসিত। এই মুখোশ বা মুখা শিল্পের উৎস নিহিত রয়েছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা এবং খন নৃত্যের মধ্যে। গ্রামের উৎসব বিশেষ করে চৈত্র সংক্রান্তি ও চরক পূজার সময় এই মুখোশ পরে নাচ পরিবেশন করার রীতি বহু প্রাচীন। গ্রামীণ লোকনৃত্যের জন্য মুখোশগুলি তৈরি করা শুরু হয়েছিল। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস থেকে উৎপত্তি লাভ করলেও বর্তমানে এটি একটি চমৎকার হস্ত শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণত হালকা ও টেকসই কাঠ যেমন গামার, কদম, আমরা, বা শিমুল কাঠ দিয়ে এই মুখোশ তৈরি করা হয়। কাঠের টুকরোকে প্রথমে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। এরপর শিল্পীর দক্ষ হাতে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন দেবদেবী, পৌরাণিক চরিত্র, পশু পাখি ও নানা প্রতীকী অবয়ব। সবশেষে রং ও অলংকরনের মাধ্যমে মুখোশগুলোকে দেওয়া হয় প্রাণবন্ত রূপ। এভাবে একটি কাঠের টুকরো শিল্পীর হাতে পরিণত হয় আকর্ষণীয় শিল্পকর্মে।একটা সময় এই শিল্পটি কেবল গ্রামীণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মুখা ঘর সাজানোর এবং স্মারক হিসাবে ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানকার শিল্পীরা এখন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন। মহিষ বাথানের মুখাশিল্প কেবল দক্ষিণ দিনাজপুরের গর্ব নয়, এটি সমগ্র বাংলার লোক শিল্পের এক অমূল্য সম্পদ। কাঠের মুখা ছাড়াও এখানকার পোড়া বাঁশের শিল্প লোক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাঁশকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে তার ওপর আগুন প্রয়োগের মাধ্যমে পোড়া ও কালচে নকশা তৈরি করা হয়। কারিগরের হাতে সাধারণ বাঁশ হয়ে ওঠে ব্যবহারযোগ্য এক সুন্দর শিল্প সামগ্রী।, যা ঘর সাজানো এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে কাজে লাগে। যেমন - -ফুলদানি, পেন স্ট্যান্ড, ল্যাম্পশেড, চায়ের কাপ, আরো নানা রকম নকশা করা ঘর সাজানোর জিনিস ।মহিষবাথানের এই কাঠ ও পোড়া বাঁশের শিল্প কেবল কিছু জড় বস্তুর নকশা নয়। এটি উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ মানুষের মেধা, শ্রম ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। আধুনিক প্লাস্টিক বা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও এই শিল্পীরা নিজেদের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছেন। এই শিল্প গুলিকে সংরক্ষণ ও প্রসারিত করা শুধু জেলার অর্থনীতির জন্য নয়, বাংলার লোক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবা জরুরী। কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি ,বাজারের সীমাবদ্ধতা এবং আধুনিক বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সমস্যা,অনেক শিল্পীর সামনে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। তাই শিল্পীদের প্রশিক্ষণ, সহজ ঋণ ও আর্থিক সহায়তা, উন্নত বিপণন ব্যবস্থা এবং বেশ-বিদেশে প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই শিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই হস্তশিল্পের উন্নতিতে সরকার বিভিন্ন সময় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আরো কার্যকর সরকারি উদ্যোগ এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পেলে এই ঐতিহ্যবাহী মুখা শিল্প শুধু টিকে থাকবে না, বরং তা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং বাংলার লোক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে।